ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৫৪ ভাগ। ৭ম সংখ্যা। | ১লা বৈশাখ সোমবার, সংবৎ ১৯৭৬; শক ১৮৪১; ব্রাহ্মাব্দ ৯০। বঙ্গাব্দ ১৩২৬। খ্রীঃ অব্দ ১৯১৯। | বার্ষিক অগ্রিমমূল্য ২।, মফঃস্বলে ঐ ৩,

প্রার্থনা।

হে চির পুরাতন সনাতন পুরুষ, ভক্তকে তুমি কোন-রূপে মুগ্ধ কর, তাহা একবার বল দেখি! মনোহরণরূপে ভক্তের হৃদয়-মন্দিরে বিরাজমান থাকাই কি তোমার স্বভাব নয়? তাই ভক্ত তোমাকে হৃদয়বিহারী, চিত্তহারী প্রভৃতি কত কি নামে সম্বোধন করিয়া থাকেন। ভক্তকেও তুমি তোমার লীলা-বিলাস-তরঙ্গে মগ্ন করিয়া রাখ। কূটস্থরূপে তুমি আত্মলীন নির্ব্বিকার সনাতন পুরুষ, তটস্থরূপে নিত্য লীলাময় নবনটবর। আত্মতৃপ্ত থাকিয়াও ভক্তের তৃপ্তি সাধনের জন্য তোমার নিত্য নূতন রসের লীলা। তুমি এক পুরাতন নিরঞ্জন পুরুষ, তুমি স্বনিষ্ঠ অনাদি, অতএব অজাত, অনিকেত, নিরপেক্ষ; কিন্তু এই বিশাল সৃষ্টি নবাগত আগন্তুক, তোমার নিত্য নব ইচ্ছাপ্রসূত, অতএব মন্নিষ্ঠ, ত্বদায়তন, ত্বৎপ্রতিষ্ঠ। এই বিরাট্ সৃষ্টি নূতন বলিয়াই এত সুন্দর! হে সত্য শিব সুন্দর দেবতা, তাই তুমি এই বিরাট সৃষ্টিকে আপনার অধিষ্ঠানভূমি করিয়া রাখিয়াছ। হে হরিসুন্দর, বিশ্বধাম সুন্দর, রুচির, মনোরম না হলে তোমার সৃষ্টির মনঃসাধ কি মিটিত? পরম শিল্পচাতুর্য্যে, নানা শোভাবিভবে মনোমত করিয়া বিশ্বকে সাজাইয়া, তবে তুমি তোমার স্বরূপজাত, মনোনীত ভক্তকে ধরাধামে আনয়ন করিলে; ভক্তকে দিব্য নয়ন দিলে, তাই ভক্ত চতুর্দ্দিকে বিলোকন করিয়া, হে রসরাজ, তোমার নিত্য নূতন রসের লীলা, স্ব[illegible]ার খেলা দেখিয়া কেমন বিস্মিত, স্তব্ধ ও অবাক হইলেন। তোমার কাছে বিশ্বের শোভা নূতন নহে এবং তোমার অনিমেষ নয়নে নিত্য প্রতিভাত এই বিশ্বের শোভা তোমার চির সৌন্দর্য্যের গ্লানিকরও নহে। আসল সুন্দর তুমি, বিশ্বপটে সেই আসল সৌন্দর্য্যের কণামাত্র এই তোমার অঙ্কণ। তাই কালাতীত মহাকাল হইয়া কালকে নূতন করিলে, সর্ব্বাতীত মহাকাশ হইয়া বাহ্যাকাশকে সাজাইলে, অনন্ত জীবনের নিত্যধাম হইয়া বিশ্বধামে আ[illegible] রূপের জ্যোতি ছড়াইলে। তাহাতেই বিশ্বে নূত[illegible] নিত্য প্রবাহিত, নূতনের সাড়া হৃদয়ে হৃদয়ে নিত্য প্রতিভাত। তাই জীবনের স্তরে স্তরে দেশকালগত পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কত তোমার নূতন স্পর্শ, নূতন আহ্বান, নূতন দান, নূতন আশীর্ব্বাদ পাইয়া থাকি। নূতনকে না দেখিলে, নূতনকে না চিনিলে জীবনের এই নূতনত্ব অসম্ভব। যিনি এত পুরাতন, তিনিই নিত্য নূতন, এই রহস্যের মর্ম্মাবধারণ ভক্তই করিতে পারেন। এই যে একটী বৎসর চলিয়া গেল এবং নূতন বৎসর আসিল, এই আসা যাওয়া, আগমন তিরোধানের মধ্যে হৃদয়পটে কোন্ চিত্র, হে আমার চিরদিনের প্রভু, তুমি আঁকিতে পারিলে, তাহা আমাকে দেখ্‌তে দেও। তোমার বিচিত্র চিত্রাঙ্কণই সৃষ্টিতত্ত্বের গূঢ় মহিমা। বহিঃসৃষ্টির মধ্যে জড়চিত্রের মধুরিমা দেখাইয়া, অন্তর্জ্জগতে চিদ্রূপের নিত্য সুষমা ছড়াইয়া কৃতার্থ করিবে, এই তো তোমার মনঃসাধ। তোমার কৃপার

কোমল হস্তে পাষাণসম এই কঠিন প্রাণে তোমার স্বর্গের কোন্ সুষমার স্বর্ণরেখার দাগ পড়েছে, বল প্রভো! যদি না পড়ে থাকে, জীবন বৃথা। কত সাধ করে গড়েছ, কত সাধ করে এনেছ, তোমার সে সাধে কত বাধা দিয়েছি। অপরাধ অনেক হয়েছে, তজ্জনিত শোক দুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতও পেয়েছি। তোমার কোমল প্রাণেও বেদনার উপর বেদনা দিয়েছি। সে সব কথা আজকে আর বলিব না। আজকে নূতন বৎসরে তোমার নূতন আশীর্ব্বাদ চাই। নূতন বৎসরে তোমার কোন্ নূতন প্রেরণা আজ প্রাণকে আঘাত করিতেছে, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে দাও। অনেক দিন অনেক দিয়েছ, তাহা সযতনে হৃদয়পুরে সঞ্চিত করে রাখতে পারি নাই; সবই হারিয়ে গেছে। তাই বলি, নূতন বৎসরে নূতন চেতনা দাও। তোমার নূতন জগতে নূতন সৃষ্টিরূপে যদি এই নূতন বৎসরের আবির্ভাব হইল, তবে নূতনকে বরণ করিয়া নবীন জীবনের মহাসম্পদ লাভ করিতে সমর্থ কর। পুরাতন বৎসরের অপরাধের জন্য তোমার পুণ্যহস্তের শাসন-অসির তীব্র বেদনা প্রাণে আসুক। বেদনার উপর বেদনা দিয়ে তুমিই আবার চির আরাম হইয়া এস। তাহা হইলে প্রাণ তোমাকে স্বীকার করিবে, তোমার চরণে মস্তক অবনত করিবে, সর্ব্বস্ব দানে মহাপাতকের অন্তিম প্রায়শ্চিত্ত করিবে। প্রাণের চির সুহৃদ হইয়া নূতন বৎসরে নব আত্মদানযজ্ঞের অমৃতচরু দান কর, কাঙ্গালের এই বিশেষ ভিক্ষা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নূতনের সম্বর্দ্ধনা।

নূতনের মহিমা সকলেরই পরিজ্ঞাত। নূতন যেমন প্রাণের মধ্যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে পারে, নব আশা ভরসায়, উৎসাহ উদ্যমে জীবনের জড়তা বিনাশ করিয়া নব প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারে, জীবনে সুপ্রভাত আনয়ন করিয়া অবিশ্বাসের ঘনীভূত অন্ধকার দূর করিয়া দিতে পারে, নব শক্তিবলের অমিততেজে ভগ্ন মন প্রাণ সাড়া দিয়া উঠিতে পারে, এমন আর কিছুতেই হয় না। নূতন না আসিলে কোন্ মহা জড়তা এসে এত দিনে বিশ্বের অন্তিম দশা বিধান করিত। বিশ্বস্রষ্টার বিচিত্র সৃষ্টিমধ্যে সেই জন্যই নিত্য নূতনের সমাগম দেখিতে পাই; নিত্য নূতনের গৌরব, নিত্য নূতনের সুষমায় বিশ্বভুবন পূর্ণ অনুভব করিয়া মন প্রাণ পুলকিত হয়।

অনেক সময় মনে হয়, এত নূতনত্ব কেন? নূতনত্ব কি একটা চাঞ্চল্য নয়? নূতনত্বের স্রোতে ভাসমান বিশ্বের দৃঢ়প্রতিষ্ঠা কোথায়? কেবলই নূতনত্ব, কেবলই চাঞ্চল্য, কেবলই গতি, কেবলই অন্তর্দ্ধান! স্থিতি কি তবে নাই? প্রতিষ্ঠা কি অসম্ভব? জীবনের পরিণাম কি এতই ক্ষণিক? সুখসম্পদ, মানসম্ভ্রমের কি কিছুমাত্র অস্তিত্ব নাই? সুখের সংসার, সাধের ধনজন, প্রাণপ্রিয় বন্ধুবান্ধব, সবই কি আকাশকুসুম? আজ যাহা আছে, কাল তাহা নাই; আজ ফুলটী ফুটিল, সৌরভ ছুটিল, কালকেই তাহা ম্লান, বৃন্তচ্যুত! আজ হাসিমাখা মুখখানি, কালকেই ভস্মসার; আজ কত সোহাগ, কালকে এত উপেক্ষা! আজকে এত মিলনমধুর স্মৃতি, কালকে বিচ্ছেদের এত মহাভুল! এ দৃশ্য কে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে? কিন্তু নূতনত্ব বিধাতার বিধান। ভাঙ্গা গড়া তাঁহার নিত্য লীলা। জীবন মরণ, হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ তাঁহারই সৃষ্টির পারম্পর্য্যিক ধারা। সৃষ্টির এ ধারা অখণ্ড, অপ্রতিহত, অপরাজিত।

চির পুরাতনের নিত্য নূতন সৃষ্টি বিশ্বের আদি কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ইহার বিরাম নাই, প্রতিরোধ নাই। এই নূতনত্ব সম্ভোগ করে কে? এই নূতনত্বের অধিকারী কে? এই নিত্য নূতনের সম্বর্দ্ধনা করে কে? আকাশ পাতাল, নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত, ফল ফুল, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ সকলই নিত্য নূতন; কিন্তু এই নূতনত্ব তাহাদের অবোধ্য, ইহার সৌন্দর্য্য তাহাদের অপরিজ্ঞাত, ইহার সম্ভোগও একরূপ অসাধ্য। তবে ভোক্তা কে? মনুষ্যাত্মা। চিরপুরাতনের মানসপুত্র মনুষ্যসন্তান নিত্যনূতনের ভোক্তা, শ্রোতা, দ্রষ্টা। পূর্ণ পুরাতনের অনন্ত অব্যক্ত অন্তঃসমুদ্রে যে নিত্য লহরীলীলা লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিতেছে, ভক্তের যোগচক্ষুর নিকটে তাহা চির ব্যক্ত। অনন্ত যাহা তাহা চির অব্যক্ত, আবার অনন্ত যাহা তাহা চির ব্যক্ত। ব্যক্তাব্যক্তের এই লীলারহস্য বুদ্ধিমনের অতীত, কিন্তু বিশ্বাসী ভক্তের ব্যাকুল আত্মার নিকট চির উজ্জ্বল। অনন্ত স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া নিত্য স্থিতিশীল হইলেও, স্বপ্রকাশ বলিয়া প্রকাশোন্মুখ শক্তিবলে নিত্য গতিশীল—লীলাময়। পরিপূর্ণ অনন্তের লীলা ক্ষণিকের জন্য নহে, তাহা অনন্ত কালের জন্য বিহিত। পূর্ণ সব সময়েই অবিচ্ছিন্ন পূর্ণ; তাঁহার পূর্ণতার বিচ্ছেদ নাই। দেশকালের ক্ষুদ্রতার মধ্যেও অনন্তের জমাট রূপ। অনন্তের এই জমাট রূপের প্রকাশে ক্ষুদ্রের সীমারেখা ভাঙ্গিয়া যায়। ক্ষুদ্রত্ব, তাই অনন্তে বিলীন হইয়া যায়। মহাবিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা করি-

বার জন্যই অনন্তের এই নিত্য নূতন লীলা। অনন্ত যাহা, তাহাই নিত্য নূতন; এই অনন্তের অন্তর্ভূত যাহা, তাহাও নিত্য নূতন। অনন্তের অনন্ত প্রকাশে নিত্য নূতন সৃষ্টি ও নিত্য নূতন লীলা মনুষ্যাত্মা অনন্তের কৃপাপ্রসাদে সজ্ঞানে সচেতনে অনুভব করিয়া নূতনের সম্বর্দ্ধনা করিতে সক্ষম হয়।

পুরাতন বৎসর গেল, নূতন বৎসর আসিল; পুরাতন পুরাতনে বিলীন হইল, নূতন কত সুখসম্ভার লইয়া আসিল। এই কালের পরিবর্ত্তনে জীবনের পরিবর্ত্তন, উন্নতি ও পরিণতি। পুরাতনের প্রতিষ্ঠা, নূতনের শোভা সৌন্দর্য্য জীবনের সম্বল। পুরাতন শরীর, নূতন বেশ ভূষা। পুরাতনকে ছাড়িয়া নূতন নহে, নূতনকে ছাড়িয়াও পুরাতন নহে। পুরাতনে নূতন, নূতনে পুরাতন। এই মিলনেই নবজীবন, নবজন্ম লাভ। কাহাকেও ছাড়িয়া নহে, কিন্তু আত্মস্থ করিয়া। পুরাতনের শিক্ষা, দীক্ষা, অভিজ্ঞতা নূতনের আশা ভরসার নিয়ামক। পুরাতন বৎসরের ভিতর দিয়া এক পুরাতন নিরঞ্জন পুরুষের সঙ্গে যোগ, আর নূতনের মধ্য দিয়া লীলাময় শ্রীহরির সঙ্গে যোগ। পুরাতন বৎসরের স্মৃতি প্রাণে যতই জাগিবে, ভগবদ্দত্ত আশীর্ব্বাদ ও ও তাঁহার অহৈতুকী দয়ার কথা যতই প্রাণকে পুলকিত করিবে, ততই প্রাণ সংসারবন্ধনমুক্ত হইয়া সর্ব্বাতীত অনাদি পরব্রহ্মের সঙ্গে আত্মযোগে নিগূঢ় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইবে। বহির্জ্জগতে পুরাতনের অস্তিত্ব নাই, কিন্তু অন্তর্জ্জগতে তাঁহার নিত্য স্থিতি ও নিত্য লীলা। এই দর্শনে অন্তররাজ্য খুলিয়া যায়, হৃদয়পুরে হৃদয়নাথের সঙ্গে নিরবলম্ব ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। অন্তরের যোগ যতই বাড়ে, বাহিরে তাঁহার প্রকাশ ততই পরিস্ফুট হয়। অন্তরের অন্তরতম স্থানে নিরঞ্জন দেবতার নিত্য সনাতন স্বরূপ, বাহিরে দৃশ্যবিশ্বে দেশকালের পরিমিতরূপে রূপে রূপে তাঁহারই প্রতিরূপ। অন্তরে অখণ্ড প্রস্রবণ, বাহিরে তাঁহার উচ্ছ্বাস বা লীলা। ভক্ত তাই দেখিয়া তন্ময়। অন্তরে বাহিরে একই পূর্ণের অভিব্যক্তি। অনন্ত পূর্ণের পূর্ণতা ক্ষুদ্রের নিকটে লীলার আকারে প্রকাশিত না হইলে ক্ষুদ্র তাহা বুঝিতে, ধরিতে বা অনন্তের পথে অগ্রসর হইতে পারিত না। ক্ষুদ্রকে অনন্ত সম্পদে সম্পন্ন করিবার জন্যই বিধাতার এই বিচিত্র নিত্য নূতন লীলা। সান্ত দেশকালের মধ্যে থাকিয়া দেশকালের অতীত অনন্তকে পাইবার জন্যই বিশ্বপতির এই মঙ্গলময় বিধান। সুতরাং নূতনের সম্বর্দ্ধনা আমাদের জীবনের মহাব্রত। সংসারের সামান্য কোন ব্রত উদ্যাপন করিতে হইলে কত সাধন ও সংযম প্রয়োজন; তেমনি অনন্ত নূতনকে সংবৰ্দ্ধনা করিতে তাহার অনন্তগুণে প্রস্তুতি চাই। নূতন বৎসরকে সম্বর্দ্ধনা করার অর্থ অনন্তকে বরণ করা। এই অনন্তই দেশকালের মধ্য দিয়া নূতন আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। নূতন বৎসর একটা ভাষা মাত্র, অনন্তের আত্মপ্রকাশই সত্য কথা। অনন্ত ক্ষমা লইয়া বিশ্বের সম্রাট আমাদের মত দুঃখী তাপীদের দ্বারে উপস্থিত। আমাদের কৃত অপরাধ সবই তিনি জানেন। নূতন বৎসরে তাঁহার দয়ার জয় হইবে। তাহাতেই আমাদের সমস্ত নিরাশা বেদনা অপসারিত হইবে। নূতন বৎসরে "জয় দয়াময়ের জয়" বলিয়া নূতন জীবন আরম্ভ করি। তাঁহারই শ্রীপদে জীবনের সমস্ত অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা, দোষ ত্রুটির অবসান ও শূন্য জীবনের পূর্ণতা রহিয়াছে। সেই অভয় চরণেই জীবনের সব সাধ ও সব তৃপ্তি। নিত্য নূতনের সংবৰ্দ্ধনা করিতে গরিবের কোনই যোগ্যতা নাই; দীনতা, অকিঞ্চনতা, ব্যাকুলতা, শরণাপন্নতা ও আত্মদান এই সব আছে ত? এই সব থাকাই ত গরিবের পক্ষে স্বাভাবিক। গরিবের ঘরে অনন্ত দেবতার যোগ্য উপকরণ এ সকলই। তবে হৃদয়থালে এ সকল পূর্ণ করিয়া আজ দেবতার চরণতলে অর্পণ করি। দেবতা আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ভক্তের কথা।—ভক্ত বলেন ভগবানকে, তুমি আকাশ ও বায়ুমণ্ডল হও, আমি তোমাতে বাস ও বিচরণ করি; তুমি জল হও, আমি তোমাতে সন্তরণ করি ও তোমাতে ডুবিয়া থাকি; তুমি অন্ন পান হও, আমি তোমাকে পান ভোজন করি।

—*—

দূরের ঈশ্বর অতি নিকটে।—যত দিন ঈশ্বরপরিচয়, ঈশ্বরপরিচয় হয় নাই, তত দিন মনে হয়, ঈশ্বর আমা হইতে কত দূরে বাস করিতেছেন, তাঁহার ও আমার মধ্যে মহাসাগরের ব্যবধান। যখন তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় লাভ হয়, মনে হয়, তিনি মানুষের কাছে কখন কখন আগমন করেন। যত সেই পরিচয় উজ্জ্বল ও ঘনিষ্ঠ হয়, তত দূরত্ব কমিয়া যায়; যাঁহাকে দূরে ভাবিয়াছিলাম, তিনি আমার অতি নিকটে প্রাণের প্রাণ হইয়া আছেন দেখিয়া কৃতার্থতা লাভ হয়।

—*—

নিরাশা কেন?—যিনি ক্ষেত্রের তৃণপুঞ্জকে বিচিত্র রঙ্গে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন, আকাশের বিহঙ্গ ও জলের মৎস্যদিগকে কত

সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, বনের পশুদিগকেই না কত মনোহর করিয়াছেন, মানুষ সেই স্রষ্টার উৎকৃষ্টতম সৃষ্টি। তাহাকে দেহ মন দিয়াছেন, জীব জন্তুর পূর্ণ উপাদানও তাহাকে দিয়াছেন, তদুপরি তাহাকে আত্মা দিয়াছেন। যে আত্মাসংযোগে সে স্বর্গভোগের অধিকারী, পরমাত্মার সহবাসলাভের অধিকারী, তাঁহার সন্তানত্ব লাভ করিয়া অমরত্ব লাভের অধিকারী হইয়াছে, সে আত্মা কি পাপ-পঙ্কে পড়িয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইবে? স্বর্ণ খণ্ডকে কর্দ্দমাক্ত করিয়া বহুকাল রাখিয়া দাও, উহা বিবর্ণ হইবে, কিন্তু কর্দ্দমমুক্ত করিয়া উহা অগ্নিতে দগ্ধ কর, আবার উজ্জ্বল স্বরূপত্ব লাভ করিবে। আত্মাও শত পাপে বিবর্ণ, বিরূপ হইলেও যখন ব্রহ্মাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে, তখন তাহার কালস্থ পাপ বিদূরিত হইবেই। অতএব পাপী হইয়া কেহ নিরাশ হইও না। যে অমৃতত্বের বীজ তোমাতে নিহিত আছে, উহা একদিন জাগিয়া উঠিবে। আশার সহিত প্রতীক্ষা কর।

বিশ্বাসী ভক্ত শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

মঙ্গলগঞ্জে কাজকর্ম্ম উপলক্ষে ৫।৬ জন হিন্দুস্থানী বেহারা একটা চালা ঘরে বাস করিত। তাহাদের বিছানাদি কিছুই ছিল না। বাঁশের মাচার উপরে শয়ন করিত এবং তাহাদের আবশ্যকীয় জিনিষপত্র ঘরের ভিতর ছড়ান থাকিত। ভক্ত উমানাথ এক দিন তাহাদের ঘরে যাইয়া সমস্ত অবস্থা দেখিয়া আসেন। যে সময় তাহারা সমস্ত লোক আপন আপন কার্য্যে বাহির হইয়াছে, সেই সময় তাদের ঘরে গিয়া সমস্ত ঘর পরিষ্কার করিয়া, সেই বাঁশের মাচার উপরে বিচালি পাড়িয়া তাহার উপরে পুরাতন চট কোথা হতে সংগ্রহ করিয়া তাহা দিয়া ভিতরে বিচালি পুরিয়া কয়টা বালিস প্রস্তুত করিয়াছেন, চটের চাদোর প্রস্তুত হইয়াছে, মাচার উপর বিচালি পাড়িয়া তাহার উপর চটের চাদোর এবং বালিস দিয়া সুন্দর আরামের বিছানা করিয়া দিয়াছেন। কয়টা রশি এদিক ওদিক টাঙ্গাইয়া তাহাদের কাপড় গুছাইয়া রাখিয়াছেন। অন্যান্য জিনিষপত্র পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। বেহারারা বেলা ১২টার সময় গৃহে আসিয়া দেখে, তাহাদের বাসা যেরূপ ছিল তাহা নাই, কে সব উল্টা পাল্টা করিয়াছে। ঘটনাক্রমে সেই দিন লক্ষ্মণ বাবুর গৃহে একটা মূল্যবান জিনিষ হারাইয়া যায়, সেজন্য বেহারাদের জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাহারা কেহ পাইয়াছে কি না? এদিকে সেই ঘটনার পরে বাসায় এসে দেখে, তাহাদের জিনিষপত্র কে নাড়া চাড়া করিয়াছে; সেজন্য সহজে তাহাদের ধারণা হইল, বাবুর জিনিষ হারাইয়াছে, তাই আমাদের সন্দেহ করে বাসা খানাতল্লাস করা হইয়াছে। তাহারা নিজেরা পরস্পর কথা বলিয়া স্থির করিল, যখন আমাদিগকে সন্দেহ করিয়া বাসা খানাতল্লাসি হইয়াছে, তখন আমরা আর এখানে চাকরি করিব না, বেতন লইয়া এখনি চলিয়া যাইব। আমি স্নান করিতে যাইতেছি, এমন সময় আসিয়া আমাকে বলিল, আমাদের তলব দিয়া দিন, আমরা এখানে থাকিব না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন, কি হইয়াছে? উত্তরে বলিল, বাবুর জিনিষ হারাইয়াছে, তাই সন্দেহ করে আমাদের ঘর খানাতল্লাস করা হইয়াছে; তা আমরা কি চোর, যে এরূপ করা হইয়াছে? যখন আমাদের অবিশ্বাস করা হইয়াছে, তখন আমরা এখানে আর থাকিব না। আমি তাদের বলিলাম, যাও, এখন খাও দাও গিয়া, পরে যাহা হয় হইবে। কেহ খানাতল্লাস করে নাই, প্রচারকমহাশয়কে তোমাদের ঘরে যাইতে দেখেছিলাম, তিনি কি করেছেন, পরে জিজ্ঞাসা করিব। তাহারা আমার কথায় তখন কিছু শান্ত হইয়া স্নান আহার করিতে গেল। ভক্ত উমানাথ ছোট ছোট আয়না এবং কাঠের চিরুণী কোথা হতে কিনে এনেছেন, সেগুলি হাতে লইয়া পথে অপেক্ষা করিতেছেন, বেহারারা যখন স্নান করে আসিতেছে, তাহাদের হাতে একখানি করে আয়না দিয়া সেই কাঠের চিরুণী দিয়া এক একজন করিয়া মাথা আঁচড়াইয়া দিতে লাগিলেন এবং পরে চিরুণীগুলির এক একখানি দিলেন। তখন তাহারা ভক্তি ও আহ্লাদে গদ গদ হইয়া ভক্তচরণে পতিত হইয়া পদধূলি লইতে লাগিল। সেই দৃশ্য কি সুন্দর, কি পবিত্র, কি সরল, যাঁহারা চক্ষে দেখেছিলেন তাঁহারা উপলব্ধি করেছিলেন। এখানে বলে রাখা ভাল, সেদিন মাঘোৎসবের ভৃত্যসেবার দিন ছিল না। এই ঘটনার পরে তাহারা বাসায় গিয়া তখন ভক্তের সকল কার্য্য, তাহাদের প্রতি দয়া এবং ভালবাসার জন্য বুঝিল। পূর্ব্বে দুঃখ ও রাগবশতঃ ঘরের সকল জিনিষ এবং বিছানাদির দিকে দেখে নাই। এখন খুশী হয়ে, সব ভালচক্ষে দেখে, ভক্তের কত সুখ্যাতি করিতে লাগিল। বাটীর চাকর তাহারা, তাদের বাসা, শয্যা এ সবের জন্য কে এত ভাবে? যিনি ভগবদ্ভক্ত, তিনি ভিন্ন আর কে ভাবে? ভৃত্যদের জন্য ভক্ত উমানাথের প্রাণ স্নেহ ভালবাসা, সুখ দুঃখে সহানুভূতিপূর্ণ ছিল। তাঁহার প্রিয় ভৃত্য তপসাকে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সে বিষয় বিশেষ অবগত হইয়াছেন। তপসার প্রাণ প্রভুগত ছিল। ভক্ত উমানাথও তপসাকে পুত্রবৎ দেখিতেন। আমরা কয়জন লোক ভৃত্যদের জন্য এত ভাবি? কয়জনার প্রাণ বা ভৃত্যদের সুখ দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে?

মঙ্গলগঞ্জে কতকগুলি বিদেশী কুলি ইট গড়িত, তাহারা কাঁচা ইটের ছোট কুটীর করিয়া মাটিতে শুইত। শীতেতে তাহারা কষ্ট পাইত। ভক্ত তাদেরও কুটিরে গিয়া বিচালির উপরে চটের চাদর দিয়া চটের বালিশ করিয়া এবং গায়ে দিবার চটের চাদর কষ্ট দিয়া নিজে কিছুক্ষণ তাদের সেই নূতন বিছানার উপর শয়ন করিয়া রহিলেন। ইটগড়া কুলিরা সকলে এসে ভক্তের পায়ের ধূলা লইতে লাগিল। এই সকল মঙ্গলগঞ্জের ঘটনা দেখিয়া সেখানকার সাধারণ লোকে ভক্তকে শেষে পাগলা ঠাকুর নাম দিয়াছিল। তাদের নাম

দেওয়া ঠিক হইয়াছিল। কারণ স্নেহ ভালবাসা সহানুভূতিতে পাগল না হলে এরূপ কার্য্য কেহ করে না।

ভক্ত উমানাথ নিজে পাগল ছিলেন এবং সকলকে সেইরূপ পাগল হইতে বলিতেন। তিনি আমাদিগকে প্রায় বলিতেন, ওহে তোমরা ভদ্রলোকের মত ধর্ম্ম করিতে চাও; একটু উপাসনা করিলে, একটু সত্য কথা বলিলে, একটু পরের উপকার করিলে এই পর্য্যন্ত, ইহাতে ধর্ম্ম হয় না। পাগল হতে পার? পাগল না হলে ধর্ম্ম হয় না। "আমায় দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে" আমরা এই গানও করি, বিচারও করি। ভক্তের জীবন অন্যরূপ ছিল। তিনি সত্য সত্যই জ্ঞান বিচার ত্যাগ করিয়া প্রেমে পাগল হইয়াছিলেন; তাই তাঁহার প্রাণ ভৃত্য কুলি মজুর সকলের দুঃখ দেখিলে কাতর হইত, দুঃখ দূরের জন্য যথাসাধ্য করিতেন।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমৃত লাল ঘোষ।

ঋষিপ্রবর উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

উপাধ্যায়-প্রণীত "যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম" এবং প্রেরিতপ্রবর মহাত্মা কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ মহাশয়ের জীবনী উভয়েই উপরি উক্ত প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে। সতীনারীর যেমন অলঙ্কারের প্রয়োজন করে না, সতীত্বই তাঁহার দিব্য অলঙ্কার, তেমনি উপাধ্যায়ের ভাষা সর্ব্বত্রই বিশুদ্ধ, স্বাভাবিক ও আড়ম্বরশূন্য। তিনি সংস্কৃতে অগাধ পণ্ডিত, সুতরাং তাঁহার ভাষায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার কম ছিল না। তিনি অনেক নূতন শব্দও সংযোজন করিয়া বঙ্গভাষার শব্দভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার ভাষা মনোজ্ঞ ছিল। উপরি উক্ত জীবনচরিত ভিন্ন তিনি ধর্ম্মতত্ত্বে অনেক বিষয় লিখিয়াছেন, যাহা গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ করিয়া চিরস্থায়ী করা আবশ্যক। তিনি ক্রমাগত প্রায় বিংশতি বর্ষকাল "বিবেক ও বুদ্ধির" কথোপকথনচ্ছলে অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি উহার কতকাংশ সংগৃহীত হইয়া একখানা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই কথোপকথন যে কি অপূর্ব্ব সামগ্রী, যাঁহারা উহা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। ব্রাহ্মসমাজে এমন প্রশ্ন অতি বিরল, যাহা ইহাতে আলোচিত ও মীমাংসিত হয় নাই। মনে হয়, পৃথিবীর সুগভীর ধর্ম্মতত্ত্বগুলি এমন সহজ ও প্রাঞ্জল ভাবে কোথাও আলোচিত হয় নাই। ইহা দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের সাধনপথ পরিষ্কৃত, ভাবী কুসংস্কারের দ্বার অবরুদ্ধ এবং উন্নতির স্রোত অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

এইরূপে মহা মনীষাসম্পন্ন মহাত্মা গৌরগোবিন্দ অক্লান্তভাবে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল সংস্কৃত ও বঙ্গীয় সাহিত্যের সেবা করিয়া উভয় সাহিত্যভাণ্ডার অক্ষয় রত্নরাশিতে পূর্ণ করিয়াছেন। ধর্ম্মজগতে তিনি যেমন চিরদিন উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন, সাহিত্যজগতেও তাঁহার স্থান কম উন্নত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। তাঁহার লেখার এই একটী বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি গ্রন্থগত সত্য জীবনগত করিয়া, তাহার ভাবে প্রাণ মিশাইয়া দিয়া, স্বর্গীয় অনুপ্রাণনার বশবর্ত্তী হইয়া গ্রন্থ লিখিতেন। পৃথিবীতে অনেক গ্রন্থকার ও প্রবন্ধরচয়িতা আছেন, কিন্তু অনেকের জীবন দেখিলে মনে হয় না যে, ইনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অনেকের জীবন ও রচিত গ্রন্থ এমনি বিসদৃশ। কিন্তু উপাধ্যায়ের সম্বন্ধে কেহই এ অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবেন না। এ সম্বন্ধে তিনি মহা সমন্বয়াচার্য্য শ্রীমদ্ কেশবচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের ন্যায় তিনি সত্যকে প্রথমে আত্মস্থ করিয়া পরে উহা গ্রন্থস্থ করিয়াছেন।

উপাধ্যায়ের ইংরাজী জ্ঞানসম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই বলি নাই। তিনি ইংরেজী ভাষায়ও বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন এবং দীর্ঘকাল Unity and Minister ও The World & the New Dispensation নামক পত্রিকায় নানা সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। Keshub Chander—Reconciler of Hinduism & Christianity নামক ইংরেজী বক্তৃতা এবং Mr. C. E. Buckland C. S., C. I. E. সাহেবের নিকট তিনি ইংরেজীতে যে সুন্দর প্রতিবাদ প্রেরণ করেন, তাহা পাঠ করিলে উপাধ্যায়ের ইংরেজী ভাষাজ্ঞান যে বেশ সুন্দর ছিল, তাহা অনেকেই উপলব্ধি করিবেন। তবে সংস্কৃত ভাষার অগাধ পাণ্ডিত্য দ্বারা উহা এমনি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, অনেকে মনে করিতেন যে, উপাধ্যায়ের ইংরেজী জ্ঞান তেমন ছিল না। আমরা উপরে যাহা উল্লেখ করিলাম, ভরসা করি, তদ্দ্বারা সাধারণের ভ্রম বিদূরিত হইবে।

উপাধ্যায় সম্বন্ধে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার বাঙ্গলা বক্তৃতা এবং ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশ উভয়ই অতি সারগর্ভ ছিল। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি যে সকল বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের যে জীবনী ইনি লিখিয়াছেন, বক্তৃতাগুলি তাহারই ব্যাখ্যান বা প্রপূর্ত্তি বলা যাইতে পারে। এই বক্তৃতাগুলি এক দিকে গভীর জ্ঞানের ভাণ্ডার, অপর দিকে কেশবচন্দ্রের জীবনের সুন্দর চিত্র এবং যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যান। যাঁহারা কেশবচন্দ্রের জীবনের সুগভীর তত্ত্ব সকল বুঝিতে চাহেন, সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার ভ্রান্তিজাল হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই বক্তৃতাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করা কর্ত্তব্য। উপাধ্যায় কি দৃষ্টিতে কেশবচন্দ্রকে দেখিতেন ও কি ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সকল বক্তৃতা তাহার সুন্দর ছবি, সন্দেহ নাই। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রদত্ত ব্রহ্মমন্দিরের উপদেশ ও সেবকের নিবেদন অতুলনীয় সন্দেহ নাই; তাহার সহিত কাহা-

রও তুলনা হয় না। আচার্য্যদেবের উপদেশের পরে মাধুর্য্যসম্বন্ধে মহাত্মা প্রতাপচন্দ্রের উপদেশ এবং তত্ত্বপূর্ণতা সম্বন্ধে উপাধ্যায়ের উপদেশ অতি উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত কি প্রতাপচন্দ্র, কি উপাধ্যায়ের প্রদত্ত উপদেশগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই। উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইলে ব্রাহ্মসমাজের গৌরবের সামগ্রী ও বঙ্গের সাহিত্যভাণ্ডারের অতুল সম্পদ্ বলিয়া গণ্য হইবে, সন্দেহ নাই।

আমরা সংক্ষেপে উপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থাবলীর সামান্য পরিচয় প্রদান করিলাম। কিন্তু উপাধ্যায়ের এ সব কার্য্যের মূল কি, তাহা কি পাঠকগণ একবার ভাবিয়া দেখিবেন? যশ কি অর্থলাভ তাঁহার পুস্তকপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নহে। উপাধ্যায়ের পবিত্র জীবন বালভাবে পরিপূর্ণ, দীনতা তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব, বৈরাগ্য তাঁহার অলঙ্কার, সুতরাং যশঃকামী হইয়া তিনি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, এ ভাব কাহারও হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না। আর অর্থাভিলাষ, ইহাতো তাঁহার পক্ষে একবারেই অসম্ভব। তাঁহার সমগ্র পুস্তকগুলির খণ্ডশঃ মূল্য ন্যূনাধিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা হইবে। তাঁহার স্বর্গারোহণ কালে দুই পুত্র এবং পৌত্র পৌত্রী প্রভৃতি জীবিত, তাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল নহে। অথচ উপাধ্যায় তাঁহার জীবনব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের ফল তাঁহাদিগের জন্য না রাখিয়া গ্রন্থের যাবতীয় স্বত্ব প্রচারাশ্রমে দান করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য বৈরাগ্য, কি অলোকসামান্য ত্যাগ স্বীকার। ইহাতেই পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, ঈশ্বরের প্রীতি ও তাঁহার গৌরববর্দ্ধন এবং নববিধান প্রচারই তাঁহার গ্রন্থপ্রণয়নের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্য সাধনের জন্যই তিনি জীবনের প্রতি রক্তবিন্দু ব্যয় করিয়াছেন; সুখে দুঃখে, রোগে স্বাস্থ্যে, দিবারাত্রি তিনি কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন। ধন্য ঈশ্বর, ধন্য তাঁহার সাধু ও প্রেরিত সন্তান উপাধ্যায়। উপাধ্যায় যে অপূর্ব্ব আদর্শ ও দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন, তাহাই যেন গ্রন্থপ্রণয়নে জগতের আদর্শ হয়, ইহাই ঈশ্বরসমীপে আমাদের একান্ত প্রার্থনা। উপাধ্যায় গ্রন্থযোগে অমরত্ব লাভ করিলেন, জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন। ধন্য জগদীশ, ধন্য তোমার নববিধান। আমরা ভক্তিভরে তব পাদপদ্মে বারম্বার প্রণাম করি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ তালুকদার।

আত্মিক বল।

(৬ই এপ্রিল ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম)

আজ সুদূর প্রান্ত হইতে ভারতগগনে মহা ধ্বনি উঠিয়াছে—আত্মিক বল চাই, আত্মিক বল চাই; ভারতের যত দুঃখ দারিদ্র্য, যত অশান্তি মর্ম্মবেদনা, সকলের একমাত্র ঔষধ আধ্যাত্মিক বল। সকল পৃথিবীকে এই আত্মিক বলে বশীভূত করিতে হইবে। সত্যের বল, পুণ্যের বল, ন্যায়ের বল, ধর্ম্মের বল লাভ করিয়া পৃথিবীর সকল অসত্য পাপ অন্যায় অধর্ম্মের অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে। সহ্য করাই বলের কার্য্য, ভারত একবাক্য হইয়া এই মহা বাক্যে সায় দিতেছে। আত্মিক বল সংগ্রহ করিয়া আজ অনেকে সহ্য করিতে প্রস্তুত। হে নববিধানবিশ্বাসিমণ্ডলী, আজ আপনাদিগের প্রতি ভগবানের মহাদান স্মরণ করুন। প্রত্যেক নববিধানবিশ্বাসী আপনার ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল সূত্র একবার আলোচনা করিয়া দেখুন, নববিধান এই আধ্যাত্মিক বলের কথা চির দিন বলিয়া আসিয়াছেন। আমরা আচার্য্যমুখে কতবার শুনিয়াছি, আমাদের বল ধনবল নয়, বুদ্ধিবল নয়, শারীরিক বল তো নয়ই, সংখ্যার বলও নয়, বল একমাত্র আত্মিক বল। নববিধান যে রাজ্যের কথা বলেন, তাহা আধ্যাত্মিক রাজ্য—প্রত্যেক নরনারী ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিবেন—ভগবান্ তাঁহাকে আপনার করিয়া লইবেন এবং নিজ ইচ্ছামত পরিচালনা করিবেন, ফলে প্রাণ যাইবে, কি ধন যাইবে, কি মান যাইবে, তাহা আর গণনার বিষয় হইবে না। আজ ভারত যে বল অন্বেষণ করিতেছেন, বহুদিন পূর্ব্বে ভগবান্ আমাদিগকে সেই বল গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন। আমরা বিধানের যোগ্য হই নাই, আত্মিক বল লাভ করিতে পারি নাই, ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া স্বর্গীয় বলে বলী হইতে পারি নাই; তাই পরম মঙ্গলময় দেবতা অন্য দেশ হইতে, ভারতের অন্য প্রান্ত হইতে আজ এই আদেশ প্রেরণ করিতেছেন, আত্মিক বল লাভ কর, অন্য বল ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক বলে বলবান্ হও। ইহাতে আজ আমাদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত; আমাদিগের লজ্জিত হইবার বিষয় এই যে, যাহা বহুদিন পূর্ব্বে আমাদিগকে ভগবান্ গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা গ্রহণ না করিয়া আমরা কত ক্ষতিগ্রস্ত ও অসার হইয়াছি। কিন্তু স্বর্গে প্রতিযোগিতা নাই—প্রকৃত স্বর্গীয় বল একজন পাইয়াছেন বা একশতজন পাইয়াছেন, আমরা তাহাতে দুঃখিত হইব না, আনন্দিত হইব, ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা দান করিব, এবং এখন ব্যাকুল হইয়া তাহা গ্রহণ করিব। তাই বলি, আজ আমাদের পক্ষে নূতন ভাবে আত্মিক বল লাভ করিবার জন্য বিশেষরূপে ব্রত গ্রহণের দিন।

এখন দেখিতে হইবে, কিরূপে এই আত্মিক বল লাভ করা যায়। নববিধান যে আধ্যাত্মিক রাজ্যের কথা আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, সে রাজ্যে প্রবেশ করিবার উপায় কি? আমরা এত নববিধান নববিধান বলি, অথচ নববিধান যে বলের কথা বলেন, তাহা আমরা পাই নাই কেন? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে, যে ভাবে ভগবানের পূজা বন্দনা করিয়া তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করিতে হয়, তাহা করি নাই।

যে উপাসনাতে আত্মা ক্রমাগত সত্যে প্রবেশ করিয়া, নূতন নূতন স্বর্গীয় সত্য লাভ করিয়া, সেই সকল সত্যেই জীবিত থাকিবে, সে আরাধনা করা হয় নাই। যে জ্ঞানস্বরূপে মগ্ন হইয়া সকল অজ্ঞানতা মোহ চলিয়া যাইবে, স্বর্গীয় আলোকে আত্মা আলোকিত হইবে, সেই আলোক ত্যাগ করিয়া আর আসিতে পারিবে না—এ প্রেম পুণ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মা সেই রাজ্যেই থাকিয়া যাইবে, আর তাহার বিরুদ্ধ কোন চিন্তা বা কার্য্য করিতে পারিবে না—সংসারের লাভ ক্ষতি, মান অপমান, জীবন মরণ প্রভৃতি আর ভাবিতে পারিবে না, সে উপাসনা আর আমাদের মধ্যে নাই। এই নববিধানবিশ্বাসিমণ্ডলীও সাংসারিক ভাবে ধর্ম্মের বাহ্য নিয়ম পালন করিতেছেন—এখানেও বুদ্ধিবল, ধনবল, জনবল কার্য্য করিতেছে। আমাদের দৃষ্টি স্বর্গের দিকে নাই—নববিধানে জীবন্ত জাগ্রত পরম মঙ্গলময় দেবতার উপাসনা করিয়া প্রার্থনাযোগে যে স্বর্গীয় বল লাভ করিবার কথা, আমরা যেন সে কথা ভুলিয়া গিয়াছি, তাই আজ আমাদের এই দশা। এখন যদি জিজ্ঞাসা করি, আমাদের এই অধঃপতনের কারণ কি? আমরা যে বিপথগামী হইয়া উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হইয়াছি, এজন্য দায়ী কে? অনেকেই হয়ত মনে করিবেন যে, যাঁহারা প্রচারক, উপদেষ্টা, এজন্য তাঁহারাই দায়ী। এ অভিযোগ আংশিক ভাবে সত্য নয়, বলিতে পারি না—এই জন্য সমস্ত অভিযোগ এই অল্পসংখ্যক প্রচারকের উপর দিয়া সকলে নির্দ্দোষ হইতে পারেন; কারণ আচার্য্যদেব চলিয়া গিয়াছেন—প্রতাপচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ প্রভৃতি চলিয়া গিয়াছেন, এখন যাঁহারা আছেন, তাঁহারা উচ্চ উচ্চ কার্য্য করিতে কিছুতেই যোগ্য নন। এই পর্য্যন্ত সাব্যস্ত হইলেও ব্যক্তিগত দায়িত্ব চলিয়া গেল না—নববিধানে যে প্রত্যেক নরনারী সাক্ষাৎভাবে শ্রীভগবানের চরণপূজা করিবেন—পৃথক্ পৃথক্ অবস্থায় তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদরূপ বল লাভ করিবেন; অন্যে অযোগ্য বলিয়া কোন নরনারী সংসারে মোহে ডুবিয়া থাকিবেন, এ কথার কোন অর্থ নাই। এই আধ্যাত্মিক বল লাভ করা প্রত্যেক নরনারীর অধিকার, প্রত্যেক বিশ্বাসী নরনারী এই বল লাভ করিতে পারেন—প্রত্যেক নববিধানবিশ্বাসীকে এই স্বর্গীয় অধিকার দিবেন বলিয়াই বিধাতা তাঁহাকে আপনি মনোনীত করিয়াছেন। অতএব অন্য প্রশ্ন উপস্থিত না করিয়া, জীবন বৃথা যাইতেছে তাহা স্মরণ করিয়া, স্বয়ং ভগবান্ অন্য লোকমুখে এবং আমাদের প্রত্যেকের অবস্থার ভিতর দিয়া যে ডাকিয়া বলিতেছেন, তোমরা এই পথে অগ্রসর হও, তাহা শ্রবণ করিয়া, আকুল হইয়া আমরা সকলে নূতন করিয়া উপাসনা সাধন ভজন আরম্ভ করি। এখন হইতে যেন আর নীরস, প্রাণহীন উপাসনা হয় না। প্রতি জনে শ্রীহরির চরণে প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া প্রার্থনা করুন। সংসারে যাহা কিছু বিঘ্ন বিপদ্ পরীক্ষা প্রলোভন উপস্থিত হয়, তাহা ব্রহ্মকৃপাবলে জয় করিতে একান্ত শরণাপন্ন হউন। সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শনের উপাসনাতে কি স্বর্গীয় বল অন্তরে লাভ হয়, তাহা সকলেই অল্পাধিক অনুভব করিয়াছেন, এখন সেই পথে অগ্রসর হউন। প্রতি রবিবারের উপাসনা একটি শক্তি ও রসের প্রস্রবণ হউক। যখন মণ্ডলীবদ্ধভাবে উপাসনা করা হইবে, তখন সমস্ত মণ্ডলী শ্রীহরির চরণে শরণ লইয়া যেমন আশা ও আনন্দ পাইবেন, তার সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়ের জন্য, প্রেমের জন্য, সত্যের জন্য, পুণ্যের জন্য সকল সহ্য করিতে ব্রত গ্রহণ করিবেন। যখন যে দুঃখ বিপদ্ উপস্থিত হইবে, যে পরীক্ষা আসিবে, তাহাই এক ভগবানের কৃপাতে বহন করিয়া তাঁহার চরণে সুখশান্তি লাভ করিবেন। পার্থিব সকল বল যে কার্য্যকালে নিষ্ফল হয়, এক ব্রহ্মাশ্রয় একমাত্র বল, তাহা ভগবান্ দয়া করিয়া আমাদিগকে অনেকবার দেখাইয়াছেন। এবারে তিনি স্বর্গীয় বল দিতে অন্তরে ও বাহিরে অতি উচ্চ গম্ভীর স্বরে ডাকিতেছেন। এখন তাঁহার শরণ লইলে, আমরা তাঁহার কৃপাতে স্বর্গীয় সম্পদ্ লাভ করিব। আর যদি এই শুভ সময়ে জাগ্রত হইয়া ভগবচ্চরণে শরণ না লই, যদি ধন মান, বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতির উপরে নির্ভর করিয়া সংসারে ডুবিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাদের মুখে নববিধানের কথা আর শোভা পাইবে না। পৃথিবী আমাদিগকে অসার, প্রবঞ্চক বা ভ্রান্ত বলিয়া ঘৃণা করিবে। এই আত্মিক শক্তির কথা যে ভারতবর্ষে এমন প্রবল ভাবে আসিয়াছে, ইহা সেই পরম মঙ্গলময়ের বিশেষ বিধান—এ বিধান গ্রহণ না করিলে, এখন হইতে একাগ্রচিত্তে ধর্ম্ম সাধন না করিলে আমরা কিছুতেই আপনাদের মঙ্গল লাভ করিব না এবং দেশের দুঃখ বিপদে কোন সেবা করিতে পারিব না। এই মহা পরীক্ষার সময় আসুন আমরা সকলে ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করি এবং তাঁহার পরিচালনাতে অগ্রসর হইয়া আত্মিক বল লাভ করি—যাহাতে সংসারের সকল পরীক্ষাতে আমরা তাঁহার চরণে নিরাপদে থাকিয়া এখানকার সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারি। ভারতের চিরদিনের বল আধ্যাত্মিক বল! নববিধান সেই আধ্যাত্মিক রাজ্যে আমাদিগকে যাইতে বলিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে সেই বাণী প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এখন সকলে সেই বল লাভ করিতে একাগ্রচিত্ত হউন।

পারলৌকিক।

(গত ৭ই এপ্রিল স্বর্গগত ডাঃ পরেশরঞ্জন রায়ের সাম্বৎসরিক দিনে তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী কমলিনী রায়ের প্রার্থনা।)

হে চিরসঙ্গী, নিত্য আশ্রয়, আজ এ দুর্ব্বল অবসন্ন হৃদয় তোমাতে শান্ত হউক। অমরধামবাসী সেই প্রিয় আত্মা ধন্য হউন।

হে সকল ক্ষতির পূরণ, আমাকে তোমার আরো নিকটতর

করিয়া লও—জীবনের পথে একমাত্র তুমিই আমার ভরসা এবং সম্বল।

অবস্থার সজ্ঘাতে ক্ষতি-নিপীড়িত এ হৃদয়ের নিদারুণ দৈন্য, ব্যর্থ জীবনের এ বিফলতা, এ অভাব, তুমিত সবই জানিতেছ। আজ তোমার প্রকাশে সকল শূন্য পূর্ণ হইয়া যাক্। জীবনের এই ভয়ানক দিনের বিভীষিকা আজ দূর করিয়া দিয়া, চির পবিত্র করিয়া দিয়াছ। সংসারের ক্ষতি লাভের অতীত, তোমার আমার যে নিত্য সম্বন্ধ, তাহাই ভাল করে আজ অনুভব করিতে দাও।

সংসার যখন আমাকে অধিকার করিতে পারে না, যখন তোমাকে জীবনে স্বীকার করি—তখন আমার ক্ষুদ্র স্বার্থ, ক্ষুদ্র ক্ষতি ভুলিয়া যাই। তখন সকল অভাব দূর হয়, আমার সকল নিবেদন ভুলিয়া যাই; সেই নিরাময় শান্তিতে আজ প্রাণ পূর্ণ করিয়া দাও। আজ নিজের সকল দৈন্য ভুলিয়া যাই।

কালস্রোতে কত দূরে ভাসিয়া আসিয়াছি, অতীতের সে দিন আজ পুণ্যস্মৃতিতে পর্য্যবসিত। সম্মুখ বিভীষিকাময়, অন্ধকার ভবিষ্যৎ। হে চিরপথের সঙ্গী, পথশ্রান্তজনের ব্যাকুল প্রার্থনা, তুমিত সব জানিতেছ। সংসারের দুর্গম পথে, একাকী পাথেয়-হীন পথিক; হে কাণ্ডারী, তোমারি বিপদভঞ্জন নাম আমার কণ্ঠের জপমালা হউক। তোমারই অভয় আশ্রয় সকল সঙ্কটে আমাকে রক্ষা করিতেছে; যখন কঠোর কর্ত্তব্যভারে হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে, তোমারি নাম-মহামন্ত্রবলে সকল ভার লাঘব হইয়া যায়!

দয়াময়, একি গুরুভার দিয়েছ,—এ বিধান কেন করেছ, তুমিই জান; আমি তো অক্ষম, তোমার ইচ্ছা তুমি এ জীবনে পূর্ণ করিয়া লও।

একি, প্রতীক্ষার জীবন দিয়েছ আমাকে!—আর কত দিন, কত পথ এমন করে চলিব জানি না! নিজের সম্বল, নিজের শক্তির কথা যখন মনে হয়, মহাভয়ে অভিভূত হই। কেবল জানি, এ অকূলে তুমিই ভরসা। হে ভগ্নহৃদয়বাসী দেবতা, এ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বেদনার অর্ঘ্য নিত্যই যে তোমার চরণে নিবেদিত হইতেছে—তোমাতেই তো শোকজীর্ণ হৃদয়ের একমাত্র শান্তি এবং সান্ত্বনা।

নিরাশ্রয়জনকে তোমার আশ্রয়ে তুমি চিরদিন রক্ষা করিতেছ, তাই নানা পরীক্ষা সঙ্কটে, ভয়ে বেদনায়, অভাবেও আমার দিন কাটিতেছে।

আমি যখন ভাবি, অবাক্ হই; জন্মাবধি—জন্মের পূর্ব্ব হইতেই, আমি যখন আমার ভাবনা ভাবিতে শিখি নাই, তুমি আমার ভাবনা ভেবেছ—এখন নতমস্তকে তোমারই বিধান বহন করিবার শক্তি আমাকে দাও।

সংসারে যে সর্ব্বসৌভাগ্যে বঞ্চিত, তাকে তুমি ভুলে থাক না। যাকে শোক দিয়ে তোমার চরণতলে ডেকে নিয়েছ—তার জন্য তুমি জননীর মতন আপনার কোলখানি বিছিয়ে রেখেছ। তার কাছে তুমি বাঁধা পড়ে গিয়েছ -শোক যে তোমার বিশেষ দান বলে বুঝ্‌তে দিয়েছ! সংসারের আত্মীয়স্বজন, দুঃখে শোকে সহানুভূতি করেন; পরম জননী, তুমি কি সন্তানকে তখন ত্যাগ কর্‌তে পার?

জীবনের ঘোর দুর্দ্দিনে, মহাপরীক্ষায় যখন অভিভূত, অধীর আমি, তোমার মঙ্গল হস্ত যখন দেখিবার শক্তি ছিল না—বিপদে যখন অন্ধ হইয়া, বেদনায় যখন জর্জ্জরিত হইয়া, মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখনও এ দীর্ণ হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা, তোমারই উদ্দেশে ছুটিয়া গিয়াছে। তখন শোকসন্তপ্ত হৃদয়কে তোমার করুণাধারায় অভিষিক্ত করেছ তুমি।

জীবনে তোমার অজস্র করুণা, অযাচিত সেবা লাভ করে ধন্য হয়েছি, কিন্তু তোমাকেই স্বীকার করি নাই—দুঃখ দিয়ে, আঘাত দিয়ে, তুমি যে চিরবন্ধু হ'য়ে কত নিকটে আছ আমার, তাই দেখালে; আজ সে অধিকার আরো উপলব্ধি করিতে দাও!

যে সুন্দর জীবন বিকশিত ফুলের ন্যায়, নিজ সৌরভে সকলকে আকৃষ্ট ও সুখী করিয়া ধন্য হইয়াছে, অসময়ে তুমি কেন তাঁহাকে লইয়া গেলে, সে সমস্যার ত' এ জীবনে পূরণ হবে না—এ হাহাকারেরও অবসান নাই!

এখন ইহপরকালের ব্যবধান ঘুচিয়া যাউক—আজ দেহবিমুক্ত সেই প্রিয় আত্মা অমরধামবাসী, অমৃতের অধিকারী। সকল সুন্দরকে ভাল বাসিয়া, সংসারে এমন অনাসক্ত বৈরাগী থাকিয়া, সত্যে দৃঢ়তা, কর্ম্মে অক্লান্ত ভাব, আত্মবিস্মৃত সেবা দিয়া যে জীবন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তোমারই কোলে তাহার যোগ্য স্থান। বিনাশ ভয় দুঃখের অতীত সেই লোকে, তোমার ক্রোড়ে, নিত্য কল্যাণে তুমি তাঁহাকে রক্ষা ক'রো—এখন এই প্রার্থনাই কেবল আমার সম্বল! জীবনে, তাঁহার সম্বন্ধে, আর কোন অধিকার আমার রাখ নাই। জীবনান্তে, এ দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে, যোগেশ্বর, তোমার মধ্য দিয়া কি মহামিলনের রাজ্যে সে লুপ্ত অধিকার আমার ফিরিবে না?

দয়াময়, এ জীবনে তোমার অনন্ত করুণাই আমার একমাত্র সম্বল। জীবনের অভাব প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে, কর্ত্তব্য কঠোরতর হইতেছে, এ অযোগ্য অভাজনকে তুমি হাতে ধরে নিয়ে চলো। তোমার আলোকে জীবনের পথ আনন্দে উদ্ভাসিত হইবে, কর্ত্তব্যের গুরুভার সহজ হইয়া যাইবে। সকল ভারাক্রান্ত হৃদয় তোমার নিরাময় শান্তিতে অভিষিক্ত করিয়া দাও। আমার জীবনে তুমিই ধন্য হও!

প্রচারবিবরণ।

রঙ্গপুর হইতে ১৭ই মার্চ্চ সোমবার দিনাজপুর আসিয়া আমার অতি প্রিয় বন্ধু এখানকার উকীল শ্রীযুক্ত নর্ম্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসায় প্রায় সপ্তাহকাল স্থিতি করি। এখানে স্থিতি সময়ে

দিনাজপুরের মহারাজার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন মহাশয়ের উদ্যোগে গত ২১শে মার্চ্চ শুক্রবার তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া দিনাজপুর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করি, এবং ২৩শে মার্চ্চ রবিবার পূর্ব্বাহ্নে উক্ত মন্দিরে সামাজিক উপাসনার কার্য্য করি। "লীলাময় ঈশ্বরের হস্তে আত্মদান" বিষয়ে উপদেশ হয়। বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন মহাশয় পাঠ্যজীবনে কলিকাতায় স্থিতি কালে শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র ও শ্রীমৎ প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতির সুমিষ্ট উপাসনায় যোগদান করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হন এবং সেই হইতে অন্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ পোষণ করিয়া আসিতেছেন। এখন যদিও তাঁহার বৃদ্ধ বয়স, তথাপি নবভাবে প্রস্তুত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে পারেন, এজন্য বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার এখানে এবার পরিচয় হওয়ার পর প্রসঙ্গাদি করিয়া এবং তাঁহাকে নববিধানের গ্রন্থাদি পাঠ করিতে দিয়া তাঁহার মধ্যে নববিধানের ভাব প্রস্ফুটিত হইতে পারে, এজন্য এখানে কয়েক দিন থাকিয়া যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছি। ইহা ভিন্ন যুবক ও বালকদিগের মধ্যে আলোচনা প্রার্থনা করিয়া ও সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া নববিধানের ভাব তাঁহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তজ্জন্য যত্ন করিয়াছি। রাইগঞ্জ হইতে ফিরিবার সময়, ৭ই এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত নর্ম্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসায় পারিবারিক ভাবে উপাসনার কার্য্য করিয়াছি। এখানকার অতি প্রাচীন ব্রাহ্ম এবং সর্ব্বজনপ্রিয় সেবক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন কর মহাশয় সম্প্রতি রোগশয্যায় শায়িত আছেন।

রাইগঞ্জে প্রচার।

গত ২৩শে মার্চ্চ রবিবার দিনাজপুর হইতে সন্ধ্যার গাড়ীতে রওয়ানা হইয়া রাত্রিতে রাইগঞ্জ পৌছি। এখানে সাধারন সমাজের সভ্য শ্রদ্ধেয় হরকালী বাবু বাস করেন। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধান বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাঁহার বক্তৃতাদিতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রকাশ্যে নববিধান বলিয়া ঘোষণা করেন এবং নববিধান সমাজের প্রচারকদের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতে অনুরাগ প্রকাশ করেন। আমি রাইগঞ্জে পৌঁছিয়া দেখি, হরকালী বাবু রাইগঞ্জে উপস্থিত নাই এবং আমার ভাগিনেয় শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, যিনি এখানে আমার প্রচারকার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকেন তিনিও বাসায় নাই। ইঁহারা উভয়েই এ সময় নিজ নিজ কার্য্য উপলক্ষে কলিকাতায় ছিলেন। আমি সোমবার প্রাতে উঠিয়া কোন কোন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। পূর্ব্বোক্ত দুইটী বন্ধুর অনুপস্থিতিতে আমি আমার প্রচারকার্য্যের আয়োজনের অভাব অনুভব করিতে ছিলাম। কিন্তু লীলাময় শ্রীহরি অভাবনীয়রূপে একটী নূতন কার্য্যক্ষেত্র খুলিয়া দিলেন। এই দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্থানীয় হাই স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে সহর হইতে একটু দূরে নদীর ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে কয়েকটী অপরিচিত যুবকের সঙ্গে দেখা হইল। পণ্ডিত মহাশয়ের যোগে এই যুবকদিগের সহিত পরিচিত হই। যুবকগণের পরিচয়ে জানিলাম, ইঁহারা অনেকেই বাণিজ্যব্যবসায়ী, ইঁহাদের মধ্যে একজন বিশেষ ধনিসন্তান ও স্কুল কলেজে অনেকটা শিক্ষালাভ করিয়াছেন। আমাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া মাত্র ইঁহারা বলিলেন, আমরা দীর্ঘ সময় হীন আমোদ প্রমোদে বড় নীচমনা হইয়া পড়িয়াছি, আমাদিগকে কিছু ভাল কথা শুনাইয়া আমাদের মনকে একটু উঠাইয়া লউন। তাঁহাদের মধ্যে বেশ সরলতা দেখা গেল। তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া নদীর ধারে বসিলাম। তাঁহাদের কেহ কেহ বেশ গাইতে পারেন। তাঁহাদের মুখে প্রথমে কিছু ভাল গান শুনি, তৎপর আমি তাঁহাদিগকে লইয়া প্রার্থনা করি। নিজে একটী সঙ্গীত করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাই।

২৪শে, ২৫শে, ২৬শে ও ২৮শে মার্চ্চ অপরাহ্নে অথবা সন্ধ্যার পর এই যুবকদিগকে লইয়া প্রসঙ্গ, প্রার্থনা ও সঙ্গীতাদি করি এবং কখন কখন ইঁহাদিগকে ব্রহ্মসঙ্গীত শিক্ষা দি।

২৯শে শনিবার সন্ধ্যার পর ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত হরকালীবাবুর বাসায় সঙ্গীত, কীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি হয়।

৩০শে মার্চ্চ রবিবার সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত হরকালী বাবুর গৃহে সামাজিক উপাসনার কার্য্য করি। "নব যুগে ঈশ্বর সর্ব্বাগ্রে জীবের নিকট আপনাকে দান করিয়াছেন" এই বিষয়ে উপদেশ হয়।

৩১শে মার্চ্চ সোমবার প্রাতে শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ বসুর গৃহে পারিবারিক উপাসনা করি এবং সন্ধ্যার পর পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়।

১লা এপ্রিল সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত হরকালী বাবুর বাসায় সঙ্গীত ও প্রার্থনাদি হয়।

২রা এপ্রিল সন্ধ্যার পর শ্রীমান্ উপেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বন্ধুদিগকে আহ্বান করিয়া আপনার গৃহে উপাসনার ব্যবস্থা করেন। যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে পুরুষ মহিলা উভয় শ্রেণীই ছিলেন। "ঈশ্বর আত্মার অন্নপান" এই বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল।

৩রা এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর বাজারের পূর্ব্বোক্ত যুবকদিগের উদ্যোগে ধনী যুবকটীর বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে সামিয়ানার নীচে একটী সভা হয়। সভায় লোকসমাগম বেশ হইয়াছিল। একটী সঙ্গীতের পর আমি প্রার্থনা করি। তৎপর শ্রীযুক্ত হরকালীবাবু ও আমি বক্তৃতা করি। উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণী, ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলের জন্য এবার মুক্তিপ্রদ ব্রহ্মোপাসনা সমাগত হইয়াছে। ঈশ্বর কেমন সকলের এক অদ্বিতীয় উপাস্য দেবতা হইয়া আমাদের জীবনের প্রয়োজন অনুসারে তাঁহার অপার করুণাগুণে কখন প্রেমময় পিতা, কখন স্নেহময়ী জননীরূপে, কখন হৃদয়সখা হরিরূপে প্রকাশিত হইতেছেন, আবার আপনি গুরুরূপে আমাদের সকল শিক্ষার ভার লইয়া আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়া পরিত্রাণের পথে অগ্রসর করিবার জন্য কেমন ব্যস্ত

এবং ছোট বড় সকলকে এক প্রেমপরিবারে মিলিত করিয়া তাঁহার অনন্ত প্রেমবক্ষে নিত্যকালের জন্য স্থান দিতে তাঁহার কত সাধ, এই সকল সংবাদ বক্তৃতার ভিতর দিয়া সকলকে প্রদত্ত হয়। শ্রীযুক্ত হরকালীবাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম যে নব যুগের নববিধান, ইহা ঘোষণা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল তত্ত্ব বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন। পরে সঙ্গীত ও কীর্ত্তনাদি হয়।

৪ঠা এপ্রিল স্থানীয় প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত কুলদাকান্ত ঘোষের বাসায় সন্ধ্যার পর এক সভা হয়। এখানে স্থানীয় হাকিম, উকীল, শিক্ষক ও ছাত্র প্রভৃতি অনেকে যোগদান করেন। কয়েকটী মহিলাও যোগদান করিয়াছিলেন। মহিলাদিগের বসিবার জন্য পৃথক্ স্থান করা হইয়াছিল। "নব যুগে মানবজীবন গঠনের নব আয়োজন" বিষয়ে এ দিন বক্তৃতা হয়। শ্রীযুক্ত কুলদাবাবুর কুমারী কন্যা শ্রীমতী আশালতা অদ্যকার কার্য্যের আরম্ভে ও শেষে তাহার সুকণ্ঠে দুইটী ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া এদিনের কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। তৎপরদিন সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত হরকালী বাবুর গৃহে সৎপ্রসঙ্গ, সঙ্গীত ও প্রার্থনাদি হয়। ৬ই এপ্রিল রবিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র ঘোষের বহির্ব্বাটিতে উপাসনার স্থান হয়। শ্রীমান পূর্ণচন্দ্রের আহ্বানে স্থানীয় অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক ও কয়েকটী মহিলা উপাসনায় যোগদান করেন। "ঈশ্বরে বিশ্বাস" বিষয়ে উপদেশ হয়। উপাসনার পরে কোন কোন বন্ধুর সঙ্গে অনেকক্ষণ আলোচনা হয়। পরদিন সোমবার প্রাতে এখান হইতে রওনা হইয়া ৮ই মঙ্গলবার প্রাতে করুণাময় শ্রীহরির কৃপায় কলিকাতায় পৌঁছি।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

সংবাদ।

প্রত্যাগমন—শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী এবং গোপালচন্দ্র গুহ কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন।

পরলোকগমন—গত ২৭শে চৈত্র ১০ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টা ১০মিনিটের সময় কলিকাতায় ৪১নং মেছুয়াবাজার রোডস্থ ভবনে স্বর্গগত মধুসূদন সেন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী এবং স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের মাতৃদেবী শ্রীমতী মঙ্গলা দেবী প্রায় ৬৯ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। মাত্র তিন দিনের জ্বরে তাঁহার দেহপাত হইয়াছে। পাঁচ কন্যা ও পাঁচ পুত্র এবং বহু পৌত্র পৌত্রী ও দৌহিত্র দৌহিত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। বহুগোষ্ঠী পরিবার তাঁহার স্নেহভালবাসার আবেষ্টনে আবদ্ধ ছিল; ভগবদ্ভক্তি, নিষ্ঠা ও প্রেমগুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে দেবচরিত্র স্বামী এবং ৬ বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণ সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র হারাইয়া তিনি শোকসন্তপ্তমনে জীবন কাটাইতেছিলেন; ভগবান্ তাঁহার সে সন্তাপ মোচন করিলেন। এখন তিনি বিদেহপুরে প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত হইয়া স্বর্গলোকে স্থান লাভ করুন। ভগবান্ শোকাকুল পরিবারে সান্ত্বনা বিধান করুন।

শ্রাদ্ধ—গত ১৭ই চৈত্র কুচবিহারের ভদ্রতা সমাজের গায়ক পরলোকগত ত্রৈলোক্যনাথ দাসের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত সমাজের বর্ত্তমান উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। ভগবান্ পরলোকগত আত্মার সদ্গতি করুন। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ২৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

নামকরণ—গত ৬ই এপ্রিল বৃন্দাবন বসাক লেনে শ্রীমতী নির্ম্মলা দাসের দৌহিত্র ও শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রের নামকরণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী শিশুকে "দিলীপকুমার" নাম প্রদান করিয়াছেন। পরমেশ্বর শিশুকে আশীর্ব্বাদ করুন।

নববর্ষ—নববর্ষ উপলক্ষে অদ্য ১লা বৈশাখ, ১৩২৬ (১৪ই এপ্রিল) সোমবার সন্ধ্যা ৭টার সময় ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইবে। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস মহাশয় উপাসনা করিবেন।

গুডফ্রাইডে—গুডফ্রাইডে উপলক্ষে আগামী ১৮ই এপ্রিল শুক্রবার প্রাতে ৮ঘটিকার মিরজাপুর স্ট্রীটে (৮৪নং আপার সার্কুলার রোড) বিশেষ উপাসনা হইবে। শ্রদ্ধেয় ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করিবেন।

উৎসব—হাওড়া বাঁটরা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিপঞ্চাশত্তম উৎসব উপলক্ষে ৩০নং কালীপ্রসাদ বানার্জি লেনে প্রাচীন বন্ধু স্বর্গীয় হরকালী দাসের গৃহে ২৯শে চৈত্র সন্ধ্যায় উদ্বোধন হয়। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বিশ্বাস উপাসনা করেন। ৩০শে চৈত্র সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হয়। প্রাতে ভাই কালীনাথ ঘোষ উপাসনা করেন। অপরাহ্নে আলোচনাদির পর ১৭নং নরসিংহ দত্তের রোডে ডাঃ শরচ্চন্দ্র দাসের নূতন বাটীতে বক্তৃতা হয়। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস এবং ভাই কালীনাথ ঘোষ বক্তৃতা করেন। তৎপর সন্ধ্যায় হরকালীবাবুর গৃহে আসিয়া কীর্ত্তন হইয়া উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন। স্থানীয় বন্ধুবান্ধবগণ এবং কলিকাতা হইতেও কতিপয় বন্ধুবান্ধব উৎসবে যোগদান করিয়া সুখী হইয়াছেন। এই উপলক্ষে হরকালীবাবুর পরিবারবর্গ সমাগত বন্ধুবর্গের সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

সাম্বৎসরিক—৭ই এপ্রিল ভবানীপুর ৩৯।৫ ল্যান্সডাউন রোডে আমাদের প্রেমাস্পদ স্বর্গীয় ভ্রাতা পরেশরঞ্জন রায়ের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধবাসরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করিয়াছেন এবং পরেশরঞ্জনের সহধর্ম্মিণী বিশেষ প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রার্থনাটী স্থানান্তরে দেওয়া গেল। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ১০৲ টাকা দান প্রদত্ত হইয়াছে।

গত ৫ই এপ্রিল ১২। ১৩ A বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীটে স্বর্গীয় হরগোপাল সরকারের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী উপাসনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সরকার এবং ভাই কালীনাথ ঘোষ প্রার্থনা করেন।

গত ২৬শে চৈত্র ১২৮নং হ্যারিসন রোডে অমরাগড়ীর স্বর্গগত যশোদাকুমার রায়ের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে উপাসনা হইয়াছে। ভাই কালীনাথ ঘোষ উপাসনা করেন এবং যুবক বন্ধুগণ কীর্ত্তন করেন।

গত ১২ই এপ্রিল (২৯শে চৈত্র) প্রাতে স্বর্গগত অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে ৭১নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে উপাসনা হয়। ভাই কালীনাথ ঘোষ উপাসনা করেন। অধ্যাপক রাজেন্দ্রনাথ সেন বিশেষ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় ইউনিভারসিটি ইন্ষ্টিটিউট হলে স্মৃতিসভা হয়। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্ক ভূষণ, ডাঃ প্রমথনাথ বানার্জি, ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী, আর একটী যুবক বন্ধু এবং সভাপতিমহাশয় স্বর্গগত বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের জীবনের প্রতিভা, চরিত্রের সৌন্দর্য্য, ছাত্রসমাজের জন্য তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা করেন।

ঊষাকীর্ত্তন—আমাদের হাওড়ানিবাসী নববিধানী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু বিগত ৭ই চৈত্র হইতে প্রায় প্রতিদিন প্রত্যূষে চক্রবেড়ে, খুরুট, কাসুন্দে এবং বাঁটরানিবাসী নববিধানী ও নববিধানের সহিত সহানুভূতিকারী বন্ধুদিগের দ্বারে দ্বারে হরিনাম ও প্রভাতী সংকীর্ত্তন করিতেছেন। দয়াময় শ্রীহরি আমাদের ভ্রাতার সাধু উদ্যমের সহায় হউন।

প্রচারকার্য্যালয়।

১৯১৭ সালের আয়ব্যয় বিবরণ।

আয়।

বিবরণ	টাকা
মাসিক দান	৮১৫৲
শুভকর্ম্মে দান	৪৭৫৲
এককালীন দান	১৩৬৮ ৫
আনুষ্ঠানিক দান	৮১২৲
বিশেষ দান	১৩৲
স্থায়ী ফণ্ডের ১॥ বৎসরের সুদ :—	
স্বর্গীয় দেবীদত্ত ফণ্ড	৫৯৵
" ভুবন মোহন ঘোষ ফণ্ড	১০ ৴১৫
" জগদীশ গুপ্ত ফণ্ড	২৬॥৵০
" শ্যামাচরণ দত্ত ফণ্ড	৫৲
" সুরমা দত্ত ফণ্ড	৫৲
" ৬কড়ি ঘোষ ফণ্ড	১৪৸৵০
" কেদার নাথ রায় ফণ্ড	৪৯।০
শ্রীযুক্ত কানাই লাল সেন ফণ্ড	৪৯।০
স্বর্গীয় বিশ্বনাথ রায় ফণ্ডের এক বৎসরের	৪৫৲
উপজীবিকা	১৬১৪।৩১৫
দাতব্য	১৬৪৲
পাথেয়	২৮৸০
ক্ষুদ্র আয়	৫০ ৴১০
বাড়ীভাড়া	২৪০৲
ছাপাখানা	১০৯০৸৵০
ধর্ম্মতত্ত্ব	৫২২।০
পুস্তক বিক্রয়	৬৪১॥৵১০
কমিশন	৯২৭ ৫
স্বর্গীয় ভক্তিভাজন ভাই কান্তি চন্দ্র মিত্রের সেবা	৩৭৬৲
" " অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া	৯০৲
" " জন্মোৎসব	৩২॥০
স্বর্গীয় ভাই সাধুশিব রাওর চিকিৎসা	৮৮৲
" " শ্রাদ্ধ	৭৲
ভাই অক্ষয় কুমার লাদের চিকিৎসা	৩০৲
	৭৭০৫৲ ৫
১৯১৬ সালের হস্তোদ্বৃত্ত	১৩৭৮৵১০
মোট জমা	৭৮৪০।৸৵০

ব্যয়।

বিবরণ	টাকা
উপজীবিকা	২৪২৬।৵ ০
দুগ্ধ	২০৭।০
ঔষধ	৩৭৲
দাতব্য	১৯৪ ৴০
পাথেয়	৬৩।৶১০
বস্ত্রধোলাই	১৫। ১০
ক্ষুদ্রব্যয়	৩০৫॥৶
বাড়ী ভাড়া	৯৬০৲
মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স্	৮৪।০

ভৃত্যবেতন		৩৭১ ✓৫
কর্ম্মচারী বেতন		১৪৲
বাড়ী মেরামত		৪ ৶১৫
তৈজস খরিদ		১১॥৶০
বিনামা খরিদ		৮॥৶১০
বস্ত্র খরিদ		১৪৬। ১০
ছাপাখানা		৯৯৩ ৶১০
ধৰ্ম্মতত্ত্ব		৬২২ ৶১০
পুস্তকমুদ্রাঙ্কণ :—কাগজ	২৬৭ ।✓০	
ছাপাই	২০৮৲	
দপ্তরী	৩৩/০—৫০৮॥০	
স্বর্গীয় ভক্তিভাজন ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের সেবা		৩৭৫৸/০
„ „ অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া		৯০ ।✓১০

„ „ জন্মোৎসব	৩২॥০
স্বর্গীয় ভাই সাম্বশিব রাওর চিকিৎসা	৭৭৸/ ৫
„ „ শ্রাদ্ধ	৪১৸✓ ৫
ভাই অক্ষয় কুমার নধের চিকিৎসা	৬৬ ✓ ৫
স্বর্গীয় ভক্তিভাজন ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদারের বাড়ীর মিউনিসিপাল ট্যাকস্ বাবত	৪৯৸/০
বিধান এডুকেশন্যাল সোসাইটীকে শান্তিপুর স্কুলের জন্য হাওলাত	৪৩৸/০
মোট ব্যয়	৭৭৫১॥✓০
হস্তে স্থিত	৮৯।০
মোট—	৭৮৪০৸৶০

১৯১৮ সালের আয়ব্যয় বিবরণ।

আয়।

মাসিক দান		৭৯৬৲
শুভ কর্ম্মে দান		১৯৭৲
এককালীন দান		১৮৮৸৶১০
আনুষ্ঠানিক দান		৬১৬৲
বিশেষ দান		৪২৲
বার্ষিক দান		৬৲
স্থায়ী ফণ্ডের ছয় মাসের সুদ :—		
স্বর্গীয় দেবীদত্ত ফণ্ড		১৯৷✓০
„ ভুবন মোহন ঘোষ ফণ্ড		৩ ।/০
„ জগদীপ গুপ্ত ফণ্ড		৮ ✓০
„ শ্যামাচরণ দত্ত ফণ্ড		১॥✓০
„ সুরমা দত্ত ফণ্ড		১ ॥✓০
„ তৃকড়ি ঘোষ ফণ্ড		৪৸✓০
„ কেদার নাথ রায় ফণ্ড		১৬ ।✓০
শ্রীযুক্ত কানাই লাল সেন ফণ্ড		১৬ ।✓০
উপজীবিকা		১৪৩৭ ॥ ১০
দাতব্য		১১১ ।✓০
পাথেয়		১৩০ ॥৶০
ক্ষুদ্র আয়		৯৪৲
বাড়ী ভাড়া		২৯৮৲
ধৰ্ম্মতত্ত্ব		৫০০৲
ছাপাখানা		১১৮৩॥✓০
পুস্তকবিক্রয়		৫৯৭৸✓ ৫
পুস্তক বিক্রয়ের কমিশন		৭৫ ।/১০
		৬৩৮৩৸৶৫
গতবৎসরের হস্তেস্থিত		৮৯ ।০
ধার		৩০৯॥৫
মোট জমা		৬৭৮২॥৶১০

ব্যয়।

উপজীবিকা		২১৬৭॥✓১৫
চাঁদা		১৩২৶ ৫
ঔষধ		৯॥ ১০
দাতব্য		১৫১ ✓১০
ঘরধোলাই		৯৶১০
পাথেয়		১৫৯৸✓ ৫
শ্রাদ্ধবাসর		২৪ ✓০
বাড়ীভাড়া		৯৬০৲
মিউনিসিপাল ট্যাকস		৮৪।০
ভৃত্যবেতন		৩৩৯/১০
তৈজস খরিদ		৪৸ ৫
বাড়ী মেরামত		১২ ৶১৫
বিনামা খরিদ		২৸০
বস্ত্র খরিদ		১১৬ ।/১০
ক্ষুদ্র ব্যয়		২২৯॥✓১০
ধৰ্ম্মতত্ত্ব		৬৪৫৸০
ছাপাখানা		১০৪৩৸✓১৫
পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ :—কাগজ	৩৫০।✓০	
ছাপা	২৩০৲	
দপ্তরী	৭১৸✓১০—	৬৫২ ।১০
স্বর্গীয় ভক্তিভাজন ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাড়ীর মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্‌স বাবত		৩৭ ।/০
মোট		৬৭৮২ ॥৶১০

শ্রীঅক্ষয়কুমার নধ।

এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে" কে, পি, নাথ কতৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥

বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

৫৪ ভাগ। ৮ম সংখ্যা। | ১৬ই বৈশাখ মঙ্গলবার, সংবৎ ১৯৭৬; শক ১৮৪১; ব্রাহ্মাব্দ ৯০। বঙ্গাব্দ ১৩২৬। খ্রীঃ অব্দ ১৯১৯। | বার্ষিক অগ্রিমমূল্য ৩৷০ মফঃস্বলে ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে আমাদের মঙ্গলময় দেবতা, তুমি মুশার দ্বারা ন্যায়ের ধর্ম্ম জগতে পাঠাইয়া ছিলে; তখন দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত ভগ্ন করা, চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু নষ্ট করা বিধিছিল। তারপর যখন ঈশাকে পাঠালে, তিনি বলিলেন, অত্যাচারের প্রতিরোধ করিও না, সকল সহ্য করিয়া প্রেম করিবে, ভাল বাসিবে, তাহাই বিধান। আমরা এতদিন মুশার বিধানেই চলিয়াছি; এখনও পৃথিবীর নিকট ন্যায় বিচার চাই, মূল্য দিয়া তাহার পূর্ণ সামগ্রী পাইতে চাই। আমরা মনে করি, যাহার যাহা প্রাপ্য আমরা তাহা দিব এবং পৃথিবীর নিকট যাহা আমাদের প্রাপ্য তাহা আদায় করিব। পৃথিবী তাহা দেয় না, তাহাতেই অসন্তুষ্ট হই, লোকের প্রতি মন্দ ভাব পোষণ করি; অথচ তাহাতে পৃথিবী যেমন তেমনি থাকে, কেবল আমরাই ক্ষতি-গ্রস্ত হই, অপ্রেম মোহে মগ্ন হই, কষ্ট ভোগ করি। এখন তুমি বলিতেছ, ঈশাকে গ্রহণ কর, তোমরা জগতের প্রতি ন্যায়ানুসারে সমস্ত কর্ত্তব্য কর, জগতের মঙ্গলের জন্য যাহা পার প্রাণ দিয়া কর, কিন্তু পৃথিবী তোমাদের প্রতি সেই রূপ ব্যবহার করিবে, তাহা আশা করিও না; যদি তোমরা পৃথিবীর নিকট সুবিচার, ন্যায় ব্যবহার ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমরা পৃথিবীর লোক, পৃথিবী দোকান করিয়া আপনাকে বিক্রয় করিতে বসিয়াছে, তোমরা স্বর্গের ধর্ম্ম, স্বর্গের প্রেম পুণ্য কখনও পাইবে না। হে পরম-করুণাময় দেবতা, দেখ, এতদিন পরে ধরা পড়িল যে, আমরা পৃথিবীর লোক, স্বর্গের ধর্ম্ম গ্রহণ করি নাই। এখন এ বয়সে আরতো সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারিব না, আর সংসারেই বা শান্তি কোথায় আছে? তাই তোমার চরণে বিনীত ও ব্যাকুল প্রার্থনা করি, দয়া করিয়া আমাদিগকে স্বর্গের ধর্ম্ম, নিঃস্বার্থ প্রেমের ধর্ম্ম দান কর। আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা পৃথিবীর প্রতি সকল কর্ত্তব্য বিশ্বস্ত ভাবে সম্পাদন করি; কিন্তু যেন পৃথিবীর নিকট কিছু প্রত্যাশা করি না, যেন সকল অবস্থায় প্রেম করিতে পারি। তুমি যেমন আমাদের সকল অবিশ্বাস, অবাধ্যতা, পাপ অত্যাচার পূর্ণরূপে জানিয়াও দিবা নিশি আমাদের মঙ্গল সাধন করিতেছ, একান্ত অযোগ্য জানিয়াও স্বর্গের প্রেম দিবা নিশি বর্ষণ করিতেছ, আমরাও যেন তোমার ও তোমার সাধু সন্তানগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এই স্বর্গের প্রেম সাধন করিতে আজ হইতে ব্রতী হই, তুমি বিশেষ দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

বিশ্বাস-সূত্র।

ঈশ্বর সকলেরই অতিশয় নিকটে আছেন, তিনি সকলেরই সঙ্গে কথা বলেন। যে ব্যক্তি সহজ সরল বিশ্বাসের পথ ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করেন, তিনি অনায়াসে

তাঁহাকে দেখিতে পারেন ও তাঁহার কথা শুনিতে পারেন। সরল বিশ্বাসে তাঁহাকে নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং অনুগত হইয়া চলিতে উৎসুক হইলে তাঁহার বাণী শ্রুত হয়। সেই সহজ বিশ্বাসে সংশয়ের রেখা-পাত হইলে, নিকটের ঈশ্বর দূরে প্রস্থান করেন, স্বপ্রকাশ ঈশ্বর অপ্রকাশ হইয়া পড়েন, তাঁহাকে আর তখন দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাকে না দেখার ও না শুনার প্রধান কারণ, বিশ্বাসের অভাব ও আনুগত্যের অভাব। তৎসঙ্গে ষড়রিপু, প্রবৃত্তি বাসনা মোহ আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং এক গুণ অন্ধকার সহস্র গুণ বৃদ্ধি হয়, এক গুণ পাপ সহস্র গুণ বৃদ্ধি হইয়া বিবেক কর্ণকে বধির করিয়া ফেলে; তাই পতিত মানবের নিকট ঈশ্বরের দর্শন শ্রবণ অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হয়। সংশয়ে সংশয় বৃদ্ধি হয়, বিশ্বাসে বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। সংশয়কে ধর্ম্মজীবনের পরম শত্রু জানিয়া সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা উচিত। সংশয় কোন্ সূত্রে কাহার অন্তরে প্রবেশ করে, তাহা বলা যায় না। ঈশ্বর নানা ঘটনা ও অবস্থার ভিতরে আপনাকে প্রকাশ করেন, তাঁহার সেই প্রকাশকে বিশ্বাসের সহিত স্বীকার করিতে হয়, সংশয় করিলে সেখানেই ধর্ম্মের সূক্ষ্ম সূত্র কাটিয়া যায়। বিচিত্র অবস্থা ও ঘটনার মুখে তিনি কথা বলেন, সেই কথার অনুসরণ পূর্ব্বক চলিলে তাঁহার কথা আরো স্পষ্টতর হইতে থাকে। প্রকৃতির শোভা সৌন্দর্য্যের ভিতর এবং জীবনের অনুকূল প্রতিকূল ঘটনার ভিতর যেমন, তেমনি পৃথিবীর সাধু ভক্তদের জীবনে ঈশ্বর আপনার স্বপ্রকাশ রূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অনেক লোক দুর্ম্মতি ও পাপ বশতঃ তাঁহাদিগকে সংশয়-দৃষ্টিতে দেখিয়া অবিশ্বাসের অন্ধকারে নিপতিত হয়। বিধানযুগে এবম্বিধ অপরাধের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। ভক্তজীবনে পুণ্যময়ের পুণ্য প্রভাব সহিতে অসমর্থ হইয়া, পাপাসক্ত মানব সংশয়ের পথ আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং ক্রমে ঘোরতর অন্ধকারে নিপতিত হয়। ঈশ্বর ও তাঁহার বিশ্বাসী সন্তানদিগের প্রতি যদি কোন কারণে সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা সর্পবৎ তৎক্ষণাৎ পরিত্যাজ্য; কোন সূত্রে তাহা মনে স্থান দিতে নাই।

—*—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ব্রহ্মচর—জলচর মৎস্যাদি জলেই জীবন ধারণ করে, জলছাড়া করিলে তাহাদের জীবন রক্ষা পায় না। স্থলচর জন্তু সকল বায়ু-মণ্ডলে জীবন ধারণ করে, বায়ুমণ্ডল হইতে সরাইয়া লইলে তাহাদের জীবন বাঁচে না। মানবের আত্মা ব্রহ্মচর, ব্রহ্ম জলধিতে তাহার জীবন, ব্রহ্মবিচ্যুতিতে তাহার মরণ। তুমি জীবিত কি মৃত, ভাবিয়া দেখ।

—*—

সকলই ব্রহ্মময়—ব্রহ্মে সঞ্জীবিত, ব্রহ্মচর আত্মা সকলই ব্রহ্মময় দর্শন করে। তাহার হৃদয় মন আত্মা ব্রহ্মময়, চারিদিকের আকাশ বাতাস ব্রহ্মময়, স্থাবর জঙ্গম, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকা সকলই ব্রহ্মময়। তাই তিনি প্রাণ ভরিয়া গান করেন, "জলে হরি স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি, অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল"। এই অবস্থা কি তোমার লাভ হইয়াছে? যদি না হয়ে থাকে, তুমি কি ব্রহ্মসাধন করিলে?

বিশ্বাসী ভক্ত শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

সময়ের সদ্ব্যবহার ও জীবন্ত উৎসাহ।

ভক্ত উমানাথ বৃথা সময় নষ্ট করাকে পাপ মনে করিতেন এবং যথাসময়ে সমস্ত কার্য্য সমাধা না করাও অন্যায় মনে করিতেন। মঙ্গলগঞ্জে একবার গিয়া দেখেন, আমাদের কোন কার্য্যের সময় ঠিক নাই। কেহ ৫টায় শয্যা ত্যাগ করেন, কেহ ৬টায়। উপাসনা কোন দিন ৯টায়, কোন দিন ১০টায়। আহার এবং বিষয়-কর্ম্মও ঐরূপ। আমাদের সকল বিষয়ে সময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত নাই দেখিয়া তিনি প্রতিদিন ভোর ৫টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত সমস্ত দিনের কার্য্য সাধন ভজনাদির সময় স্থির করিয়া সকলকে জানাইয়া দিলেন। দুই এক স্থানে লিখিয়াও দিলেন এবং এক পেটা ঘড়ি টাঙ্গাইলেন। পরে সেই ঘড়ি ভোরে ৫টায় বাজিল উঠিবার ঘণ্টা, ৬টায় বাজিল নামগান করিবার ঘণ্টা, ৭টায় বাজিল চা খাইবার ঘণ্টা, ৭-৩০ বাজিল বিষয়কর্ম্মের ঘণ্টা, ৯-৩০ টায় স্নানের ঘণ্টা, ১০টায় উপাসনায় বসিবার ঘণ্টা। এই সকল ঘণ্টা বাজিবার পরে সকলকে একসঙ্গে মিলিতে হইত। উপাসনার ঘণ্টা বাজার পরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে যাঁহারা আসিয়া উপস্থিত না হইতেন, তাঁহাদের আসন ঘরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া ঐ ঘরের বারাণ্ডায় রাখা হইত। সেদিন আর তাঁহাদের ভিতরে বসিয়া যোগ দেওয়া হইত না, বারাণ্ডায় বসিয়া যোগ দিতে হইত। পরদিন হইতে সকলে একে একে সাবধান হইতে লাগিলেন। ভক্ত উমানাথ কোন দিন ১০টার পূর্ব্বে উপাসনার ঘরে প্রবেশ করিলে, যতক্ষণ ১০টা না বাজে ততক্ষণ উপাসনার ঘরের জিনিষ সাজাতেন, ফটোগুলির ধুলা ঝাড়িতেন অর্থাৎ সে সময়টুকুও বৃথা কাটাতেন না। যাই ১০টা বাজিল, ঘণ্টা বাজাইয়া আসনে বসিতেন, ৫ মিনিট কাল অপেক্ষা করিয়া কেহ অনু-

পস্থিত থাকিলে তাঁহার আসন বাহিরে রাখিয়া উপাসনা আরম্ভ করিতেন। আমরা প্রথমে দুই একদিন এইরূপ নিয়মে একটু গোলযোগে পড়িয়াছিলাম, পরে নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইতাম। সকল বিষয়ের অপেক্ষা উপাসনার সময়টা যে ঠিক রাখা অত্যন্ত আবশ্যক, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। নচেৎ কেহ উপাসনার উদ্বোধনের পরে, কেহ আরাধনার পরে আসিলেন এবং শেষ সঙ্গীতের পূর্ব্বে উঠিয়া গেলেন, ইহা যে উপাসনা-সাধনের পক্ষে একেবারেই অনুকূল নহে, তাহাও বুঝিলাম। যাঁহারা পরে আসেন বা পূর্ব্বে উঠে যান, তাঁহাদের উপাসনায় তো ভাল যোগ হয়ই না, যাঁহারা প্রথম হতে শেষ পর্য্যন্ত থাকেন তাঁদেরও যোগের ব্যাঘাত হয়। আজ কালকার উপাসকদের অনেকেরই এইরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে এই মনে হয়, উপাসনা-সাধন যেন একটা অবসর সময়ের কার্য্য। আহার করিতে বিলম্ব হলে বা পূর্ণ আহার না হলে যেমন শরীর দুর্ব্বল হয়, ভক্ত উমানাথ বলিতেন, উপাসনা সম্বন্ধেও ঠিক তাই। যথাসময়ে উপাসনা না করিলে এবং পূর্ণাঙ্গ উপাসনায় যোগ না দিলে চিত্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। উপাসনাই আত্মার আহার পান, একথা অতি সত্য। উপাসনায় আসিতে বিলম্ব হইলে যে কেবল বাহিরে বসিতে হইত তাহা নহে, কিছু কিছু সাজাও আমাদের প্রতি ব্যবস্থা করিতেন। কোন দিন তাঁহার সঙ্গে কোন স্থান পরিষ্কার করিতে হইত, কোন দিন ফুলগাছের টবে চূণ মাখাইতে হইত ইত্যাদি। তিনি নিজে যেমন যথাসময়ে উপাসনা আরম্ভ করিতেন, আমাদের সকলকেও সে বিষয়ে ঠিক হইবার জন্য যত্ন লইতেন।

উপাসনার পরে ১১॥টায় খাবার ঘণ্টা বাজিত। খাবার সময় আমোদজনক গল্প হইত। খাওয়ার পরে এক ঘণ্টা বিশ্রাম এবং সেই বিশ্রামের সময়ে সকলে এক স্থানে বসিয়া সদালোচনায় কাটান হইত। ২টার সময় আবার বিষয়কর্ম্মের ঘণ্টা বাজিত। ৫টার সময় কর্ম্মত্যাগের ঘণ্টা, ৫॥টার সময় বেড়াইবার ঘণ্টা, ৬॥টায় আমোদের ঘণ্টা। যে দিন আমোদের বিশেষ কিছু না থাকিত, সকলকে কাতুকুতু দিয়া হাসাতেন। ৭টায় কীর্ত্তনের ঘণ্টা। যথারীতি খোল করতাল লইয়া কীর্ত্তন তো হইত, তাহাতে বোধ হয় ভক্তের প্রাণের উৎসাহ প্রকাশের পূর্ণতা হইত না। তাই তিনি নিজের সামনে একটা শাঁখ, একখানা কাঁসর, একটা পেটা ঘড়ি, একটা বিউগিল এবং একটা খোল, যাহার ডান দিক ছেঁড়া বাম দিক ভাল ছিল, সেটা নাগরার পরিবর্ত্তে রাখিতেন। যখন কীর্ত্তন খুব জমাট হইত, তখন একবার শাঁখ, একবার কাঁসর, একবার পেটা ঘড়ি, ও বিউগিল বাজাতেন এবং খুব ক্ষিপ্রতার সহিত এ সব বাজাইয়া দুইটা কাটি দিয়া খোলের বামদিকটা বাজাতেন, এ সবই একা কি উৎসাহের সহিত করিতেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। সুধু কীর্ত্তন জমাইবার জন্য নহে, এই সব করিয়া যেন শ্রীভগবানকে আরো মহিমান্বিত করিতেন। ভক্তসঙ্গে সেই প্রমত্ত কীর্ত্তনের কথা মনে হলে এখন মনে হয় যে, সেই সময়টা আমাদের জীবনের কি উৎকৃষ্ট সময় গিয়াছে। কীর্ত্তনের পরে অল্পক্ষণ পাঠ এবং প্রার্থনার পরে সেদিনকার কার্য্য শেষ হইত। কেবল একবার আহারের ঘণ্টা পড়িত। এইরূপ সমস্ত দিন ভক্ত নিজে পেটা ঘড়ি বাজাতেন এবং যথাসময়ে সকল বিষয়ে যোগ দিয়া আমাদের জীবনকে বিনা উপদেশে নিয়মিত করিবার ও সময়ের সদ্ব্যবহার করিবার সহায় হইতেন। ভক্ত যাহা নিজের পক্ষে ভাল বিবেচনা করিতেন, অপরের পক্ষেও তাহা ভাল জানিয়া তাহাদিগকে বিনা উপদেশে বুঝাইয়া দিতেন।

আমরা যেমন অল্পেতে বিরক্ত হই, ভক্ত সেরূপ বিরক্ত হইবার লোক ছিলেন না। আমরা যে কোন সাধন ভজন নিয়ম পদ্ধতি পরিবার মধ্যে আরম্ভ করি, ১০।১৫ দিন উৎসাহে চলিয়া পরে পরিবারের মধ্যে কাহারও একটু নিয়ম পালনে বা সাধনে পশ্চাৎপদ দেখিলে বিরক্ত হইয়া নিজের পথ নিজে দেখি; কিন্তু ভক্ত উমানাথ নিজ পরিবার মধ্যে সকল নিয়ম, বিশেষতঃ সময়ে উপাসনা প্রতিদিন নিয়মপূর্ব্বক যাহাতে হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। কাহারও ত্রুটি দেখিলে বিরক্ত না হইয়া, তাহাকে নিয়ম মানিয়া চলিবার জন্য এমন সকল উপায় লইতেন, যাহাতে পরিবারস্থ সকলে নিয়ম পালনে বিশেষ যত্নবান্ হইতেন।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমৃত লাল ঘোষ।

মন্ত্র-মাহাত্ম্য।

আমরা বাল্যকালে প্রাচীন সমাজের অনেকের মুখে মন্ত্র-মাহাত্ম্যের কথা শুনিতে পাইতাম। মনুষ্যের শরীরের উপর এবং অনেক পরিমাণে মনের উপর মন্ত্র আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া শরীরের ব্যাধি, কখন কখন মনের ব্যাধি কেমন দূর করিতে পারে, তাঁহাদের কথা তাহাই প্রদর্শন করিত। এক সময় ছিল, যখন এদেশের ইতর ভদ্র সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে অনেকেই শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য গ্রাম্য ওঝার শরণাপন্ন হইত, এবং এরূপ ওঝা বা চিকিৎসকগণের পক্ষে চিকিৎসা বিষয়ে মন্ত্রই প্রধান অবলম্বন ছিল; কিন্তু এখন শিক্ষার আলোকে লোকের মনের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শুধু সমাজের উচ্চ শ্রেণীর কেন, নিম্ন শ্রেণীর লোকেও এখন মন্ত্রের উপর নির্ভর না করিয়া শিক্ষিত চিকিৎসকদিগের চিকিৎসার অন্বেষণ করিতেছে; সেরূপ মন্ত্রের উপর আর কাহারও নির্ভর নাই। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে মন্ত্রমাহাত্ম্য, মন্ত্রের গৌরব কে অস্বীকার করিবে? যাও ভারতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গৃহে, যাও সমস্ত এসিয়া, সমস্ত ইয়োরোপ, সমস্ত আমেরিকা, সমস্ত আফ্রিকা-বাসী বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গৃহে, হিন্দু মোসলমান বৌদ্ধ খ্রীষ্টান সকলের গৃহেই পূজা বন্দনাতে মন্ত্রের মহিমা দেখিতে পাইবে। জগতের

প্রাচীন ও নবীন নানা দেশের ভাষায় ঈশ্বরের গুণ ও মহিমা-বাচক কত মন্ত্র রচিত হইয়াছে এবং সেই সকল মন্ত্র মন্দিরে, মসজিদে ও গির্জ্জায়, সজন তীর্থভূমিতে, নির্জ্জন তপস্থানে, বিশ্বাসী ভক্ত সাধকদিগের মুখে উচ্চারিত হইয়া, সেখানকার আকাশ বাতাসকে অবলম্বন করিয়া, দিক্ দিগন্তকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে, ধরাকে স্বর্গে পরিণত করিতেছে। কথায় বলে, একই ঝাড়ের বাঁশ, কিন্তু তাহার একটী দ্বারা ঈশ্বর-গুণ-গানের বাঁশী প্রস্তুত হয়, আর একটী দ্বারা ময়লা পরিষ্কারের ঝাড়ু তৈয়ার হয়। ভাষার বিপুল ভাণ্ডারে বিভিন্ন ভাবাত্মক কত শব্দ রহিয়াছে। শব্দ যখন স্বর্গীয় মন্ত্রে পরিণত হয়, তখন ঈশ্বর-গুণাত্মক শ্রেষ্ঠ ভাব সকল বহন করিয়া মানুষের প্রাণকে স্পর্শ করে এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে স্বর্গ-লোকে লইয়া যায়। আবার সেই শব্দই মানবহৃদয়ের হিংসা দ্বেষ ও অন্যান্য কত হীন ভাব বহন করিয়া, মনুষ্যের মনকে নরকের দিকে লইয়া যাইতেছে। শব্দের নিজের কোন গৌরব নাই; শব্দের ভিতর যে ভাব, সেই ভাবই শব্দকে কখন দেবমূর্ত্তি দান করে, আবার সেই ভাবই অন্যস্থানে শব্দকে অতি ঘৃণিত মূর্ত্তিতে সকলের নিকট প্রকাশ করে। ঈশ্বরের বিচিত্র গুণ শব্দ বহন করে বলিয়া ঈশ্বরের বিবিধ মহিমা-ব্যঞ্জক ভাব শব্দ আপনার ভিতর ধারণ করে বলিয়া, এই শব্দময় গাথা জগতে সকলের আদরের সামগ্রী হইয়াছে। ঈশ্বর যেমন মানুষের গৌরবের সামগ্রী এবং আদরের বস্তু, এমন ইহলোকে বা পরলোকে আর কি আছে? বিশ্বাসী ভক্তগণ, যোগিগণ, যাঁহারা ঈশ্বরকে নিত্য দর্শন ও সম্ভোগ করেন, তাঁহারাত ঈশ্বরের গুণগাথায় আকৃষ্ট হইবেনই; কিন্তু যাহারা ঈশ্বরকে জানে না, ঈশ্বরকে কখন দর্শন করে নাই, কোনরূপে ঈশ্বরের পরিচয় পায় নাই, বালক বৃদ্ধ যুবক নির্ব্বিশেষে এমন লোকেরও মন যেন অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরের গুণ ও মহিমাবাচক শব্দে সহজে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

পৃথিবীতে অগণ্য অসংখ্য জীবের পরিত্রাণের পথে বিশেষ আয়োজন কি দেখিতে পাই? সাধু মহাত্মাগণের জীবনলব্ধ যে ঈশ্বরজ্ঞান, সাধু ভক্তগণের জীবনে প্রকটিত ঈশ্বরের যে লীলা-কাহিনী, তাহাই এ মন্ত্ররূপে, স্তোত্ররূপে, সঙ্গীত রূপে ও খণ্ড খণ্ড বিশুদ্ধ নাম রূপে পরিণত হইয়া জগতের পরিত্রাণের আয়োজন রূপে চিরদিন বর্ত্তমান। বৈদিক যুগের ঋষিজীবনের ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মোপলব্ধির সমগ্র বিষয় এক গায়িত্রী মন্ত্রে পরিণত হইয়া সেই মন্ত্র বংশ-পরম্পরায় কত লোকের মনে ব্রহ্মজ্ঞানের সঞ্চার করিতেছে। ডেভিডের সাম, হাফেজের গজল, তুকারাম, তুলসীদাস, নানক ও কবীর প্রভৃতির দোঁহা দেবমন্ত্ররূপে সাধু অসাধু নির্ব্বিশেষে কত রসনায় উচ্চারিত হইয়া সকলকে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর করিতেছে। চিরকালই নামমাহাত্ম্য ও মন্ত্রমাহাত্ম্যের গৌরব দেখিতে পাই। সময়ে যিনি দেবর্ষি নারদ রূপে সাধু জীবনের মহা সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তিনি বাল্যে সামান্য দাসীপুত্র ছিলেন। বালক নারদের মাতা যখন ঋষিদিগের আশ্রমে পরিচারিকার কার্য্যে নিযুক্ত, তখন ঋষিদিগের উচ্চারিত বেদমন্ত্র পুনঃ পুনঃ নারদের কর্ণে প্রবেশ করিয়া নারদের প্রাণে ধর্ম্মের জন্য কি অপূর্ব্ব ক্ষুধা পিপাসার উদ্রেক করিল। তাই নারদ সেই বাল্যাবস্থাতেই নির্জ্জন হরিসাধনে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া সময়ে অপূর্ব্ব দেব জীবন লাভ করিলেন। ধনী পরিবারের পুত্র রঘুনাথ দাস বাল্যজীবনে পাঠাভ্যাস জন্য গুরু মহাশয়ের গৃহে যাইতেন। অদূরে ভক্ত হরিদাস প্রাণের অনুরাগের সহিত হরিনাম-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নাচিতেন, গাহিতেন, নিজে মাতিয়া অন্যকে মাতাইতেন। ভক্ত হরিদাসের উচ্চারিত হরিনামমন্ত্র রঘুনাথের প্রাণকে স্পর্শ করিল, রঘুনাথের মর্ম্ম-স্থানকে অধিকার করিল। ধনী পিতা মাতা কত কৌশল-জাল বিস্তার করিয়াও আর সন্তানকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেত বিশিষ্ট ধনী গৃহের সন্তান দেবেন্দ্র নাথ এক সময়ে ধর্ম্মক্ষুধায় কাতর হইয়া, তাঁহার উপাস্য দেবতার সন্ধান না পাইয়া, ছট্ ফট্ করিতেছিলেন; সেই সময়ে যখন "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" এই উপনিষদের মন্ত্র তাঁহার নিকটে উচ্চারিত হইল, ইহার মর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইল, তখন বাহ্যাকাশে বিদ্যুদালোকের ন্যায় তাঁহার অন্তরাকাশে ব্রহ্মের অপূর্ব্ব জ্যোতি স্ফুরিত হইল। তিনি হৃদয়ে সত্য ঈশ্বরের সত্যালোক লাভ করিয়া অব্যর্থ সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ এইরূপে জীবনে মন্ত্রের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া, মন্ত্রের গৌরব প্রত্যক্ষ করিয়া, ঋষিযুগের সিদ্ধ মন্ত্র সকল সংগ্রহ করিতে ব্যাকুল হইলেন; এবং তাহারই ফলে আমরা "ব্রাহ্মধর্ম্ম" রূপ ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতি-পাদক সুন্দর গ্রন্থের সুফল সম্ভোগ করিতেছি। ঋষিযুগের মন্ত্র ও ঋষিদিগের অবলম্বিত ঈশ্বর স্বরূপাত্মক বাক্য সকলের অপূর্ব্ব ফল আপনার জীবনে লাভ করিয়া, তিনি নবযুগে সকলের সাধনপথে বিশেষ অবলম্বনের জন্য বিভিন্ন উপনিষদ গ্রন্থ হইতে ঈশ্বরের মূল স্বরূপাত্মক সত্যং জ্ঞানং অনন্তং প্রভৃতি শব্দ সংগ্রহ করিয়া, নবযুগের নব আরাধনা-মন্ত্র সংযোজনা করিলেন। আবার নবযুগে কত ঋষি আত্মা, ভক্ত আত্মাগণ জন্মগ্রহণ করিয়া, জগতের ধর্ম্মপিপাসু নর নারীর জন্য অগণ্য অসংখ্য দেবমন্ত্র সকল রচনা করিয়া, নব ধর্ম্মবিধানের নব আকার দান করিতেছেন। পরম দেবতার স্বর্গীয় প্রেরণাই এই মন্ত্র সকলের প্রসূতি, তাই জগতে চিরদিন মন্ত্রের মাহাত্ম্য।

শ্রীগোপালচন্দ্র গুহ।

—•—

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

(৭ই বৈশাখ ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী প্রদত্ত উপদেশের মর্ম্ম।)

বিধাতার মঙ্গল বিধানে উষা, প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ

সায়ংকাল ও রাত্রি নানারূপে আমাদের শরীর ও মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া স্বাস্থ্য সুখ আরাম বিশ্রাম লাভের সুবিধা করিয়া দেয়। এক ঋতুর পর অন্য ঋতু আসিয়া আপনার বিশেষ দান উপস্থিত করে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম। অপর দিকে নববিধানবিশ্বাসী ধর্ম্মসমন্বয় ও সাধুসমাগম সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পান, মঙ্গলময় দেবতা তাঁহাদের আত্মার কল্যাণের জন্য বিশেষ বিশেষ দিনে বিশেষ স্বর্গীয় ধন লাভের দ্বার খুলিয়া দেন। আমরা অযোগ্য হইয়াও এইরূপ স্বর্গের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছি। বর্ত্তমান সপ্তাহ সেই সাধনের পক্ষে একটি বিশেষ শুভ যোগ। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মসমাজের ইতিহাস অনুসারে এই গত পরশ্ব শুক্রবার শুভ শুক্রবার ছিল। এ দিন জগতের পক্ষে নিশ্চয়ই শুভ দিন, আশা ও আনন্দের দিন, কারণ এই দিনে যিশু জগতের তাচ্ছিল্য, অবিচার ও অত্যাচার সহ্য করিয়া ক্রুশে প্রাণ দান করিয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মতনয় ও ভগবানের প্রিয়, ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া ভগবানেতে প্রীতি ও নরজাতির হিতসাধনে জীবন উৎসর্গ করিলেন। এদিকে ধর্ম্মাভিমানী পুরোহিত ও সংসারের অসারচিত্ত লোক সকল তাঁহার বিরোধী হইল। মূল কথা, পৃথিবী তাঁহার পুণ্যের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া নির্দ্দোষ দেবতুল্য যুবককে মারিয়া ফেলিল। এই পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সংগ্রামে অপুণ্যের বা অধর্ম্মের একটা সাময়িক জয় হইল, মানব হৃদয়ে তাহার প্রতিফল উপস্থিত হইল; গত উনিশ শত বৎসর প্রতিকার বা প্রায়শ্চিত্ত চলিয়াছে। প্রেম হারিয়া জয় লাভ করিয়াছে—তাই আমাদের ভক্ত কবি গাইলেন,

"যাঁহার শোণিতপাতে হইল প্রেমের জয়।"

যদিও ঈশার অতি অল্প দিনের জীবনচরিত মাত্র পাওয়া যায়, যদিও যে সকল উক্তি ও কার্য্য তাঁহার নামে চলিয়া আসিয়াছে তাহার অনেক হয়ত তাঁহার নয়, তথাপি তাঁহার জীবন ও উক্তি অনুশীলন করিয়া শত সহস্র শিক্ষা, কত রূপ ধর্ম্মমত স্থাপিত হইয়াছে। অন্য বিষয়ে সন্দেহ কতক উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে একটী কথা শিক্ষা দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আর কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না। সে কথাটি এই, তোমরা ঈশ্বরকে সকল হৃদয় মন প্রাণ দিয়া ভালবাস এবং পরস্পরকে ভালবাস। এ সময়ে এই কথাটিই অতি প্রবল ভাবে প্রাণে উপস্থিত হইতেছে। আমাদের সমাজকে সাধারণতঃ খ্রীষ্টিয়ান ভাবাপন্ন বলা হয়। একথা সত্য যে, আমাদের আচার্য্যদেব, আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতি ঈশাগত-প্রাণ ছিলেন; তাঁহারা ঈশাকে কখনও ঈশ্বর বলেন নাই, কিন্তু পরিত্রাণ পথে সহায় ও সর্ব্বোচ্চ দৃষ্টান্তরূপে কত আদর শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়াছেন। আমাদের সঙ্গীতপুস্তকে ঈশার নামে কত সঙ্গীত, আমাদের সহসাধকগণ ঈশার নামে কত উৎসব করেন। আমরা ব্রাহ্মসমাজের নিকট, জগতের নিকট ঈশাকলঙ্কে যেন কলঙ্কিত; আমি এজন্য দুঃখিত নই, বরং গৌরবান্বিত মনে করি। নববিধানে সাধুসমাগমই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু দুঃখ ও লজ্জার বিষয় এই যে, ঈশার নাম লইয়া, এত আড়ম্বর করিয়াও আমরা ঈশার সার শিক্ষা কিছুই গ্রহণ করি নাই। ঈশা যে বলিয়া গেলেন এবং জীবন দিয়া দেখাইলেন, ভগবান্‌কে ভালবাস ও পরস্পরকে ভালবাস, আমরা সেই কথাই গ্রহণ করি নাই। তিনি যে প্রেমের ব্যাকুলতায় দ্বারে দ্বারে যাইয়া মঙ্গল সাধন করিলেন, মানুষকে স্বর্গরাজ্যের দিকে আকৃষ্ট করিলেন, তাহা কি আমাদের মধ্যে দেখা যায়? তিনি যে বলিলেন, তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, একথা তাঁর শিষ্যগণ প্রাণ দিয়া পালন করিলেন; এমন কি তাঁহারা চলিয়া যাইবার ২। ৩ শত বৎসর পরেও সকল লোকে বলিল, খ্রীষ্টিয়ানগণ পরস্পরকে অত্যন্ত ভালবাসে। আমাদের মধ্যে তাহা কোথায়? সংসারের লোক প্রেমের ব্যাকুলতাতে সংসারে কত ব্যাকুল হইয়া ছুটিতেছে, কত কষ্ট স্বীকার করিতেছে, কত অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করিতেছে, স্ত্রীপুত্রের প্রেমে জীবন দিতেছে। আমাদের যদি স্বর্গরাজ্যের সেই প্রেমের এক বিন্দু থাকিত, তাহা হইলে কি আমরা এরূপ নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট থাকিতাম? তাহা কখনও সম্ভব হইত না। তাই বলি, আমরা মুখে যাহা বলি, যে সঙ্গীত করি বা যে শাস্ত্র পাঠ করি, কার্য্যতঃ আমরা সেই ব্রহ্মজ্ঞানী। এদেশের প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানিগণ যেমন একাকী পর্ব্বত-গুহায় বা বনে যাইয়া ব্রহ্মধ্যানে ব্রহ্মজ্ঞানে তৃপ্ত হইতেন, আমরা কার্য্যতঃ তাঁহাদের শিষ্য। এদেশের ধর্ম্ম নীরব ও নিশ্চেষ্ট হওয়া—quiteism, তাহাই আমাদের ধর্ম্ম হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মাভিমানী হইয়া আপনাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়াছি। ভগবান্ যে ঈশাকে আমাদিগের নিকট লইয়া আসিলেন, আমরা মুখে তাঁহাকে গ্রহণ করিলাম, জীবনে তাঁহাকে গ্রহণ করি নাই। নববিধানে পূর্ব্ব ও পশ্চিম মিলিত হইবে, যে কথা আমরা শুনিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে যাহার অন্য অনেক পরিচয় পাইতেছি, এই ঈশাকে জীবনে গ্রহণ না করিলে তাহা কখনও হইতে পারিবে না। চারিদিকে এত দুঃখ এত অশান্তি, এত অন্ধকার; ঠিক এই সময়ে ঈশার জীবন গ্রহণ করিয়া ভগবানের চরণে শরণ লইলে আমরা বাঁচিয়া যাইব। প্রেম করিয়া, প্রেমের খাতিরে জীবন দিয়া আমরা প্রেমময়কে পাইব এবং জগতের আশা হইবে, ঈশার সহিত ঋষিগণের মিলন হইবে। ভগবান দয়া করিয়া এই সপ্তাহে ঈশাকে নূতন করিয়া আনিয়া দিলেন, আমাদের জন্য ও আমাদের দেশের জন্য ঈশ্বরের প্রেম কত প্রয়োজন তাহা বলিয়া দিলেন। এখন আর কেহ নীরব নিশ্চেষ্ট হইয়া আপনাকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। এই শুক্রবার ঈশার প্রাণদান অনুষ্ঠানে জগতের পক্ষে শুভ শুক্রবার হইয়াছে। এখন ঈশা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে পুনরুত্থান করুন, আমাদিগকে পিতার প্রেমে তাঁর অনুগত করুন এবং জগতের ও পরস্পরের প্রেমে মত্ত করিয়া সেবাব্রতে ব্রতী করুন। নববিধান আমরা নূতন করিয়া গ্রহণ করি, এই প্রেমসাধন ব্রত গ্রহণ করিয়া ধন্য হই।

মঙ্গলময় দেবতার ইচ্ছা আমাদের জীবনে, দেশে ও পৃথিবীতে পূর্ণ হউক।

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

(স্বর্গগতা শ্রীমতী মঙ্গলাদেবীর শ্রাদ্ধবাসরে)

(১)

চিরমঙ্গলময়ী মা, আজ এই ঘোর অমঙ্গল খণ্ডনের জন্য তোমার পূজার আয়োজন। আনন্দময়ী, তোমার মন্দির আজ হৃদয়ভেদী ক্রন্দনের রোলে পরিপূর্ণ। শান্তিস্বরূপিণী, শোক-সন্তপ্ত সন্তান সন্ততিগণের অশ্রুজল তোমার চরণতল ধৌত করিয়া আজ প্রবাহিত।

বিশ্বজননী, যে দিন পিতৃদেব তোমারই ইঙ্গিতে ইহলীলা সাঙ্গ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন, আর এই পরিবারবর্গ আপনাদিগকে বিপন্ন ও নিতান্ত অসহায় মনে করিয়া শোকে আকুল হইলেন, দয়াময়ী মা, সে দিন ত তুমি স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তি সকলের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলে এবং অতুল ঐশ্বর্য্যশালী অগ্রজ তোমারই করুণার উপর বিশ্বাস করিয়া সকলকে হাতে ধরিয়া উঠাইয়াছিলেন।

আর যে দিন কড় কড় নাদে এই পরিবার-বক্ষে কুলিশপাত হইয়াছিল, যে দিন সেই অগ্রজের তিরোধানে সকল সম্পত্তি হারাইয়াছিলাম, তখনও, চিরকল্যাণময়ী মা, তুমিই ত সেই আদরিণী জননীর স্নেহক্রোড় আমাদিগের সান্ত্বনার জন্য প্রসারিত রাখিয়াছিলে।

আর আজ আমাদিগের কি দশা! ঘন ঘটায় চারিদিক আচ্ছন্ন! এ অন্ধকার ভেদ করিয়া চক্ষু কোন আলোই ত দেখিতে পাইতেছে না। আঘাতের পর আঘাত পাইয়া এই আর্ত্ত সন্তান সন্ততিরা "মা মা" বলিয়াই চিৎকার করিতেছে। মাতঃ অভয়ে,সকল দুঃখবিনাশিনী, এই নিবিড় ঘন আঁধারে তোমার রূপরাশির চমক অল্পবিশ্বাসী সন্তানদিগের সম্মুখে আজ কি প্রতিভাত হইবে না? পৃথিবী হইতে পিতাকে কাড়িয়া লইয়া গেলে, দাদার সহায়তা হইতে বঞ্চিত করিলে, আর যে টুকু বাকী ছিল মায়ের স্নেহ আদর তাহাও লোপ করিলে, সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলে; তাই কি আজ তোমাকে সর্ব্বগ্রাসী সর্ব্বনাশী নির্ম্মমহৃদয়া রাক্ষসী বলিয়া সম্বোধন করিব? না, দয়াময়ী, চির আনন্দশান্তিবিধায়িনী এই নাম উচ্চারণ করিয়া সন্তপ্ত হৃদয়কে শান্ত করিব?

"কার মা এমন দয়াময়ী, আমাদের মা তুমি যেমন।
সঙ্গে থাক দিবানিশি, চক্ষের অ ড়াল হও না কখন॥"

পিতৃদেব এই মন্ত্রে এই পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, মা আনন্দময়ী, তোমারই রাঙ্গা পায়ে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অগ্রজ অসহ্য রোগযন্ত্রণার মধ্যেও এই গানই সর্ব্বদা গাহিতেন। আর স্নেহময়ী মাতা ইহার জলন্ত প্রমাণস্বরূপ এবং এই ভাবের সাক্ষাৎ প্রতিমা ছিলেন।

আজ সকল সন্তাপহারিণী, বিক্ষিপ্তহৃদয় সন্তানগণকে তোমার অভয় মূরতি দেখিতে দাও, আর মাভৈঃ রবে সকলকে আশ্বস্ত কর। যে মন্ত্রে এই পরিবার প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও পরিবর্দ্ধিত, তাহাতেই যেন চিরকাল সংরক্ষিত থাকে। অনন্তকৃপাময়ী মা, তাই আজ সকলে করযোড়ে, বিনীতমস্তকে তোমারই কৃপা ভিক্ষা করি।

সরল চিত্তে সকল অনিত্য পদার্থের ভিতর তুমি যে নিত্য সার বস্তু, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন; জননীর জীবনে আয়াস, চেষ্টা, সাধনা কিছুই ছিল না, অথচ তুমিই তাঁহার হৃদয়ে সত্য দেবতা হইয়া চিরদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলে; আজীবন নিষ্ঠা ভক্তির সহিত, জগজ্জননী, তোমারই পূজা অর্চ্চনা করিয়াছেন। অহৈতুকী বিশ্বাস ও ভক্তি তাঁহাকে চিরমুক্তির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম করিয়াছে। সহজ মানুষ সরলভাবে সোজা পথে চলিয়াছেন। শিক্ষা, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধির বিশেষ কোন উৎকর্ষ সাধন করেন নাই, অথচ জীবনের সকল সমস্যারই সরল ভাবে মীমাংসা করিয়াছেন। জীবন-পথের সকল বিপদ অন্ধকারের মধ্য দিয়া তোমারই ইঙ্গিতালোকে পরিচালিত হইয়াছেন। তর্ক, যুক্তি, বিচার জানিতেন না, করিতেন না। বলিতেন, "বিশ্বাসেতে মিলে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর।" সহজ জ্ঞানই তাঁহাকে চিরদিন এই দীর্ঘ জীবনপথে আলোক বিতরণ করিয়াছে। জীবনের বিস্তৃতিও কিছু কম ছিল না। কত লোকের সহিত কতরূপ সম্বন্ধ। পরিবার-বৃদ্ধির সহিত, কত পরিবারের সহিত দৃঢ় প্রেমবন্ধন ও আত্মীয়তা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অটুট ছিল। জীবনের বিস্তার অল্প অল্প করিয়া বাড়িতে বাড়িতে শেষ অনন্ত-জীবনে বিলীন হইয়া গেল।

চিরকল্যাণময়ী, তোমারই সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি হইয়া সকল সন্তান সন্ততির মঙ্গলের জন্য চিরদিন কতই না ব্যস্ত ছিলেন। স্নেহ, আদর ও যত্নের দ্বারা সকলের কতই না মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। গৃহ-সংসারের কর্ত্রী হইয়া সকলের সেবায় আপনাকে নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন এবং সেই কর্ম্মসাধনেই জীবন ব্যয় করিলেন। এইরূপে মঙ্গলময়ী মাতৃ-নামের সার্থকতা করিয়া গেলেন।

একই তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল, এক ভাবেই জীবন পরিপূর্ণ ছিল, একই পথে চিরদিন চলিয়াছিলেন। সন্তান সন্ততির মঙ্গল সাধন জীবনের ব্রত ছিল এবং তোমাকেই একমাত্র সহায় সম্বল জানিতেন। তোমারই চরণতলে তাঁহার কাতর প্রার্থনা প্রতিদিন উপস্থিত করিতেন এবং তোমাকেই ইষ্টদেবতা জানিয়া তোমারই নাম চিরদিন জপ করিয়াছেন।

পুণ্যের সংসার অতি সুন্দর, অতি শোভাময়। সেই সৌন্দর্য্য, সেই শোভা সংরক্ষণে চিরদিন যত্নবতী ছিলেন। মলিনতা,

অপরিচ্ছন্ন ভাব অতি ঘৃণা করিতেন। নিষ্ঠা ও সরল ভক্তির সহিত তোমারই পূজা অর্চনা করিয়া পুণ্য লাভের প্রয়াসী ছিলেন।

আনন্দময়ী মা, এই সুদীর্ঘ জীবন এরূপ ভাবে কাটাইলেন এরূপ ভাবে সকল দুঃখ বিপদ সহ্য করিলেন যে, তোমার রাঙ্গা পায়ে তিনি যে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন, তাহার আর কোনও সন্দেহ রহিল না। জীবনের আরাম, সুখ, শান্তি যে কোথায়, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন; তাই তোমারই শরণাপন্ন হইয়া সংসারের সকল দুঃখ কষ্ট হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছেন এবং এই পরিবারের চিরমঙ্গল সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তোমারই শ্রীপাদপদ্ম বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণের সকল জ্বালা নিবারণ করিয়াছেন, এবং এই গৃহকে, তোমারই কৃপায়, সুখধাম, আনন্দ-নিকেতনে পরিণত করিয়াছেন। সন্তান সন্ততিগণ সেই স্নেহময়ী জননীর কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়া সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইয়াছেন এবং চিরদিন আদরিণী জননীর সম্মুখে আনন্দে বিচরণ করিয়াছেন।

গৃহদেবতা, গৃহস্বামী চিরদিনই আদর্শ সুখী পরিবার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, তোমারই চরণতলে আজীবন সকরুণ আবেদন করিয়াছেন, আর গৃহসংসারের কর্ত্রী সেই পরিবারের সুখ সৌন্দর্য্য সংরক্ষণে তোমারই কৃপার উপর নির্ভর করিয়া চিরযত্নবতী ছিলেন। ঋষি মুনিগণ বলিলেন—"ইহজগতে পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা জানিবে।" গৃহদেবতা, এই পরিবার যুগল মূরতির উপাসক; পার্ব্বতী পরমেশ্বরকে এই গৃহে তুমি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে। এই পরিবার-মন্দিরে লক্ষ্মী-নারায়ণরূপে, ইষ্ট-দেবতা তুমিই বিরাজিত। করুণাময়ী মা, তোমার অজস্র করুণা-ধারায় সন্তান সন্ততিগণের জীবন পরিপ্লাবিত। চিরদিন তোমারই চরণতলে তাহারা মহা আনন্দে বিচরণ করিতেছে। আনন্দময়ীর সন্তান বলিয়া কেহ কোন দিন কোনও ভয়, ভাবনা হৃদয়ে পোষণ করে নাই। সরল শিশুর ন্যায় মাতৃক্রোড়ে সুখে আরামে জীবন কাটাইয়াছে; পিতার আশ্রয়ে নির্ভীকচিত্তে দিনপাত করিয়াছে। যুগল মূরতির উপাসনার সকল আনন্দ, সকল সৌভাগ্য সম্ভোগ করিয়াছে। রঙ্গময়ী মা, তুমি কি উদ্দেশ্যে হঠাৎ এই মূর্ত্তিকে অন্তর্হিত করিলে, তাহা তুমিই জান। পরিবার-জীবনের চিত্রপট হইতে পিতৃমূর্ত্তি যখন অন্তর্হিত হইল, সন্তানগণ ক্ষণকালের জন্য চমকিয়া উঠিলেন; কিন্তু এ কি তোমার খেলা, এ কি তোমার করুণা! তাহাদিগের সম্মুখে যে মাতৃমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলে, তাহার এমন মনোহারিণী শক্তি যে, সন্তানগণ সকল বিরহ, সকল সন্তাপ ভুলিয়া গেল এবং সেই মাতৃপূজায় জীবনকে নিযুক্ত রাখিল। পিতার অবর্ত্তমানে মাতার স্নেহ, আদর, যত্নে কোনও দুঃখ, কষ্ট, অভাব বুঝিতে পারি—

এ সকলি তোমারই দয়া, তোমারই করুণা; তাই কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, এমনই মা তুমি আমাদিগকে দিয়াছিলে জীবনে কে অধিক ভাল, কোনও দিন এ সংশয় মনে উদিত হয় নাই। দীর্ঘকাল যুগল মূরতির সৌন্দর্য্যমাধুরী সম্ভোগ করিয়াছি, একজনের দেহলীলা সাঙ্গ হইলে অপরের ভিতরে উভয়কেই দেখিতে পাইয়াছি; তাই ত প্রতিকৃতি অঙ্কণের সময়ে একক মূর্ত্তি অঙ্কণ করাইতে পারি নাই।

জননীর জননী, আজ কি উদ্দেশ্যে সেই জননীমূর্ত্তিও সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত করিলে? ইহজগতের সকল সুখ, সকল আরাম কি কাড়িয়া লইতে চাও? এ প্রাণ আর কিসে পরিতৃপ্ত হইবে। এই গৃহ কি আজ একেবারে শূন্য হইল না?

ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া যে দিন "তীর্থ-যাত্রা" প্রবন্ধ পাঠ শ্রবণ করিলেন, সেইদিন জননী বলিলেন, —"শুভযাত্রা বড়ই ফস্‌কাইয়া গেল।" জানি না, বোধ হয়, সেই ব্রহ্মসাগর-সঙ্গম মহাতীর্থের কথা স্মরণে আসিয়া, সেই স্থানে যাইবার প্রয়াস এত প্রবল হইল, যে অত অল্প দিনের মধ্যেই মহাপ্রয়াণ করিলেন। সেই মহামিলন-মেলায় এত শীঘ্র ছুটিয়া গেলেন যে, আর কেহই ধরিয়া রাখিবার সুযোগও পাইল না।

সেই সুতীর্থে সকল সাধুসন্ততিগণ বসতি করিতেছেন, সেই মহামেলায় সকল যাত্রিদল উপস্থিত। সেই স্থানে, সেই নববৃন্দাবনে পরিচিতের দল দিন দিন বাড়িতেছে; তাই, এখানে যাঁরা এখনও অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রাণ মন সেই দিকেই আকর্ষিত হইতেছে। ইহলোকে পরলোকে একলোক আনন্দলোক হইয়া যাইতেছে; দেশ কাল ব্যবধান, সকল ভেদাভেদ ঘুচিয়া যাইতেছে। আচার্য্যদেব সেখানে, কত ধর্ম্মগুরু সেখানে; পিতৃদেবও গিয়াছেন, অগ্রজও অগ্রগামী হইয়াছেন; তাই কি জননী সন্তানদিগকে "আয় আয়" বলিয়া ছুটিলেন? প্রেমময়ী মা, তোমার প্রেমের বিন্দু দানে আমাদিগের মন হরণ করিয়াছ, তোমারই প্রেমসিন্ধু দেখাইবার নিমিত্ত কি সেই প্রেমবিন্দুকে সিন্ধুতে মিশাইয়া দিলে? সন্তানগণ আর যাহাতে সামান্য লক্ষ্য না থাকিয়া অনন্তে আত্মবিসর্জ্জন দেন, এই কি তোমার উদ্দেশ্য? এই বিরহ বিচ্ছেদ, মহামিলনের পথস্বরূপ করিবার কি তোমার ইচ্ছা? মৃত্যু কি অমর জীবন দান করিবে? শূন্যতা কি পূর্ণভাবের পূর্ব্বাভাস মাত্র? তাই, এখনও তোমাকে "দয়াময়ী মা" বলিয়া ডাকিতে সক্ষম হইতেছি। "মা" নাম ছাড়া আর কোন নাম মিষ্ট লাগিতেছে না, তাই সন্তান সন্ততিগণ "মা মা" বলিয়াই কাঁদিতেছেন। মায়ের তুল্য নাম আর কিছুই পাওয়া যায় না। তাই, আজ "মা" নামে পাষাণ গলিতেছে, "মা" নামে ক্রন্দনও মধুময় হইতেছে, শোকাশ্রু সান্ত্বনা দিতেছে। বিশ্বজননী, আজ আমাদের এই মাতৃপূজা সফল কর, মঙ্গল বরদানে সকল অমঙ্গল খণ্ডন কর, প্রেমসুধা দানে সন্তানগণকে মৃত্যুভয় হইতে রক্ষা

কর। মা!, সকলকে তোমারই নামাঙ্কিত কর; "মা আমাদের আমরা মায়ের" এই রবই সকলের মুখ হইতে নিঃসৃত হউক। এই শূন্য গৃহকে তুমি আসিয়া পূর্ণ কর; সকলের জীবনে তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক; কৃপাময়ী, তোমারই কৃপা একমাত্র ভরসা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন।

(২)

আজ আমরা মাতৃহীন! আজ আমরা ভাই ভগিনী সকলে মিলিয়া সেই পুণ্যস্মৃতি জননীর শ্রাদ্ধ-বাসরে উপস্থিত! যে ঋষিকল্প সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইয়াছেন, আজ তাঁহাকেও ডাকিয়া এ আসরে আসিয়াছি! বংশের মুখোজ্জ্বলকারী যে সহোদর ভ্রাতা আজ সেই অদৃশ্য প্রদেশে পিতৃ-আত্মা ও মাতৃ-আত্মার সঙ্গে মিলিত হইয়া মহাযোগে ও মহাসমাধিতে নিমগ্ন—আজ তাঁহাকেও এখানে ডাকিয়া না লইলে আমাদের এ স্মৃতি-বাসর অপূর্ণ থাকিবে। এস ভাই ভগ্নী, আজ তাঁহাকে ডাকিয়া এই মাতৃস্মৃতি-রূপ মহা-যজ্ঞে আহুতি প্রদান করি। আমি আমার মার প্রথম সন্তান—প্রথমা কন্যা। আমাদের পরিবারে সর্ব্বপ্রথমে আমারই উপর তাঁহার সমগ্র স্নেহ ও সমগ্র ভালবাসা পড়িয়াছিল; তাহার পর সেই স্নেহ ও সেই ভালবাসা নদীর শাখার মত ক্রমে আর আর ভাই ভগ্নীর ভিতরে সম্প্রসারিত হইল। আমরা যখন সকলে শিশু, তখন মা তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও হৃদয়ের বল লইয়া, আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সকল দিকের ভার লইয়া, তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিতেন; দিবা ভাগে পিতৃদেবের অধিকাংশ সময় আফিসের কার্য্যে চলিয়া যাইত। মা একাকিনী এতগুলি সন্তানের অভিভাবিকা হইয়া আমাদের শিক্ষার দিকেও সমগ্র দৃষ্টি রাখিতেন। আজ আমরা আমাদের মাতৃবিয়োগ-শোকে কি বলিব জানি না! হৃদয়ের কোন শক্তি দিয়া এই স্মৃতি-বাসরে তাঁহাকে আহ্বান করিব। আমার ন্যায় তাঁহার এ অযোগ্যা কন্যার ভিতরে সে ভাবের অভাব! মা যে চলিয়া গিয়াছেন, তাহা এক একবার ভুলিয়া যাইতেছি। ভাই সত্যেন্দ্রের নিকট হইতে "Mother expired this evening." এই টেলিগ্রাফ বাড়ী গিয়া যখন পৌঁছিল, তখন প্রথমে কথাটা শুনিয়া তেমন সত্য বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। তাহার পূর্ব্বদিনও ভগিনী হেমন্তবালার নিকট হইতে পারিবারিক সংবাদপূর্ণ পত্র পাইয়াছিলাম, তাহাতেও মার অসুখের কোন সংবাদ ছিল না। তাই বলিতেছি, প্রথমে তারের সংবাদটা যেন বিশ্বাস করিতে-ছিলাম না। আমাদের মা এত বয়সেও বসিয়া থাকিতে পারিতেন না; তাঁহার প্রথম জীবনেও আমরা যে ব্যস্ততা দেখিয়া আসিতেছিলাম, শেষ জীবনেও তাঁহার সেই ব্যস্ততা অক্ষুণ্ণ ছিল। তাঁহার ব্যস্ততা দেখিয়া সত্য সত্য আমরা তাঁহার নিকট লজ্জিত থাকিতাম। তাই তাড়িৎ বার্ত্তা পাইয়া প্রথমে ভাবিতে পারি নাই যে, আমাদের মা চলিয়া গিয়াছেন। কর্ত্তব্যপরায়ণতা তাঁহাকে চিরদিন বাষ্পীয় শকটের মত চালাইয়া লইয়া গিয়াছে।

এই কর্ত্তব্যপরায়ণতার ভিতরেও তাঁহার ভিতরে এরূপ কতকগুলি স্বর্গীয় গুণ নিহিত ছিল যে, সকলে তাহা বুঝিতে পারিত না। নয় বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পিতৃদেব যখন চলিয়া গেলেন, আমরা সকলে পিতৃশোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম; কিন্তু মা আমাদের সেই দারুণ শোকের মধ্যে আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া আত্মশোক এমন ভাবে গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, প্রকৃত অধ্যয়নকারী ব্যতীত সে অবস্থার ভিতরে তাঁহাকে সহজে কেহ অধ্যয়ন করিতে পারে নাই। আত্ম-গোপনরূপ স্বর্গীয় গুণ জীবনের মহা অগ্নি-পরীক্ষাতেও তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে। যে আত্মগোপন তিনি পিতৃদেবের সময়ে দেখাইয়া গেলেন, সেই আত্ম-গোপন-রূপ উচ্চ ধর্ম্মের প্রভাবেই, যখন আমার প্রথমকনিষ্ঠ ও অপরাপর ভাই ভগ্নীদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান বিনয়েন্দ্র নাথ সকলের প্রাণ মন ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, তখনও তিনি এমন ভাবে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইলেন যে আমরা যখন তাহা ভাবিতে যাই, তখন অবাক্ হইয়া পড়ি। পাছে তাঁহার আর ছেলে মেয়েদের মুখ মলিন হইয়া যায়, পাছে তাহারা বড় নিরাশ হইয়া পড়ে, পাছে তাঁহার শোক-কালিমা-পূর্ণ মলিন মুখ দেখিয়া আর আর সকলের মুখ আরও মলিন হইয়া পড়ে এই জন্য তিনি একদিকে দিয়া যেমন আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইলেন, তেমনই অপর দিকে তাঁহার বিশ্বাস ও নির্ভরতা তাঁহাকে রক্ষা করিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি বড় আত্ম-গোপন করিতেন। এমন কি তাঁহার দৈনন্দিন উপাসনাটুকুও গোপনের বস্তু ছিল। কোন নিস্তব্ধ মুহূর্ত্তে তিনি উপরের ছাদের পার্শ্বস্থিত ঘরে বসিয়া সমাধির পার্শ্বে সমাহিত ভাবে উপাসনা করিতেন, সকলে সকল সময়ে জানিতে পারিত না। কিন্তু এই আত্ম-গোপনের ভিতরেও তাঁহার হৃদয়ে যে অদম্য উৎসাহাগ্নি সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত থাকিত, তাহাতে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার শেষ জীবন পর্য্যন্ত মহিলাসমিতি, আর্য্যনারী সমাজ ও রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ প্রভৃতি সদনুষ্ঠানের সভা সমিতিতে যোগদান করিয়া আসিয়াছেন। এমন কি, যে দিন ইহধাম ছাড়িয়া আমাদিগের সকলকে কাঁদাইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গিয়াছেন, তাহার দুই দিন পূর্ব্বেও তিনি আমাদের "কমল-কুটীরে" আর্য্যনারী সমাজে যোগদান করিয়া আসিয়াছেন। কমলকুটীরকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। আচার্য্যদেবের সংসৃষ্ট স্থান তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে "মঙ্গলা" বলিয়া ডাকিতেন।

মা আমাদের চলিয়া গেলেন। এখন বিধাতার নিকট প্রার্থনা, তাঁহার সেই দেবচরিত্র আমাদের পরিবারে সংক্রামিত হউক। তিনি তাঁহার সম্মুখে তাঁহার পুত্র কন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্র পৌত্রী,

দৌহিত্র দৌহিত্রী, এমন কি প্রদৌহিত্র ও প্রদৌহিত্রীরূপ বিস্তীর্ণ আশার ক্ষেত্র দেখিয়া হাসিতে হাসিতে স্বর্গীয় জ্যোতি বিস্ফারিত মুখে শান্তিময়ীর শান্তিময় ক্রোড়ে প্রবেশ করিলেন। আজ বিধাতার আশীর্ব্বাদে তাঁহার প্রাণশোণিতে অভিষিক্ত রচিতক্ষেত্র যেন দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার আর সেই স্বর্গীয় পিতৃদেব ও ভ্রাতৃদেবের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

তাঁহার শোকসন্তপ্ত কন্যা
সুমতি।

(৩)

কানাড়া — একতালা।

কোন্ শুভ ক্ষণে, ভক্ত পতি সনে,
পেতেছিলে যোগাসন ?
সিদ্ধ তাহার, সুখী পরিবার,
লভিলে তুমি এমন।
নূতন বিধানে নবালোক ধরে',
নীরব গৌরবে সাক্ষ্য দান করে';
দেখাইলে তুমি, নারী হৃদয়-ভূমি,
বিধানে সুন্দর কেমন।

স্বভাব-কোমলা, হে দেবী মঙ্গলা,
জীবের সেবায়, কত না বিহ্বলা;
দুঃখ শোক এল, হার মেনে গেল,
(তোমার) হাসিয়া উঠিল মন;
যে পথে চালিলে, সুধা বরষিলে,
সবে স্নেহ-কোলে, কেবলি টানিলে;
ধন্য পুণ্যবতী, রত্নগর্ভা সতী,
মা তোমায় করুন গ্রহণ।

শ্রীকালীনাথ ঘোষ।

জননী দেবী মঙ্গলা।

বিগত ১০ই শ্রাবণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাঙ্গণ হইতে যে নারী-আত্মা চলিয়া গেলেন ও যাঁহার পরলোক-গমন সংবাদ নববর্ষের প্রথম ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই দেবী-প্রতিম জীবন ইতিহাস-শূন্য নহে। কর্ত্তব্যানুরোধে একটি ক্ষুদ্র চিত্র ধর্ম্মতত্ত্বের পাঠক পাঠিকাদিগের সমক্ষে না আঁকিয়া থাকিতে পারিলাম না। বিগত শতাব্দীতে ৮৭৮ সালে আমি এই মহীয়সী জননীর পরিবারে প্রথম জামাতারূপে গৃহীত হইয়াছিলাম। অবশ্য তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই পিতৃ-স্থানীয় শ্বশুর মহাশয় স্বর্গগত মধুসূদন সেন ব্রহ্মানন্দ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ধর্ম্ম-জীবনের ঊষাকালে তাঁহারই সঙ্গে প্রথমে আদি সমাজে যোগদান করিয়াছিলেন। আমি যখন এই পরিবারে প্রথমে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলাম, তখন জননী মঙ্গলার বয়স আটাইশ বৎসরের অধিক হইবে না। ইনি এক বিশিষ্ট হিন্দু-পরিবারের কন্যা। কাঁচরাপাড়া নিবাসী স্বর্গগত সারদা প্রসাদ রায় মহাশয় ইঁহার পিতা ও ভূতপূর্ব্ব কলিকাতা মেডিকেল কলেজের রাসায়নিক পরীক্ষক স্বর্গগত রায় বাহাদুর ডাক্তার তারা প্রসন্ন রায় মহাশয় তাঁহার সহোদর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। হিন্দু পরিবার হইতেও আসিয়া ইনি ইঁহার ভক্ত স্বামীর সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত যোগ দান করিতেছেন, আমি আসিয়া এ দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। নিষ্ঠাবান্ হিন্দু-পরিবার হইতে আসিয়া জীবনের প্রথমাবস্থায় সে পারিবারিক প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়া সময় সাপেক্ষ। অবশ্য তাঁহার প্রথমা কন্যার বিবাহ সেই প্রভাবের মধ্যে হিন্দু প্রথানুসারে সম্পন্ন হইয়াছিল এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তারা প্রসন্ন বাবুই কন্যা পাত্রস্থ করেন। কিন্তু আমার ভিতরে যে একটা অপৌত্তলিক ও মার্জ্জিত ভাব চলিতেছিল, তিনি ও ভক্ত শ্বশুর মহাশয় আমার ভিতরে সে ভাবের একটা উন্মেষ দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং সে জন্য তাঁহাদের ভিতরে একটা গভীর আশা খুবই জাগ্রত ছিল। বিধাতার প্রসাদে তাঁহাদের সে আশা ফলবতী হইয়াছে। তাঁহাদের পরিবারে আমার প্রবেশের সময় শ্রীমান্ রাজেন্দ্র তাঁহাদের কনিষ্ঠতম সন্তান। প্রথম বিবাহ অবশ্যই হিন্দুমতে সংসাধিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর বিধাতা তাঁহাদের ভিতর এমন বিশ্বাসের বল বাড়াইয়া দিলেন যে, পরিবারের কন্যা ও পুত্রদিগের মধ্যে যতগুলি বিবাহ অনুষ্ঠিত হইল, তাহা কেবল ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইল তাহা নহে, অসবর্ণ বিবাহ আসিয়াও পরিবারে প্রবেশ করিল। হিন্দু সমাজ ও হিন্দু পরিবারের এরূপ প্রভাব ও গ্রাসের মধ্যে পড়িয়া অনেক পরিবারকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছে; কিন্তু আমি স্বচক্ষে দেখিলাম যে, ইঁহাদের বিশ্বাসের বল আরও বাড়িয়া গেল। পরিবারে উপাসনার ভাবও খুব ঘনীভূত হইয়া আসিল। বিশ্বাসী পরিবারে বিধাতা এইরূপই কার্য্য করিয়া থাকেন। আজ বাড়ীতে একদিকে প্রাণে আনন্দের উৎস ফুটিয়া উঠিতেছে এবং অপর দিকে দারুণ শোকাবেগ উত্থিত হইতেছে যে, এই পরিবার হইতে অধিকন্তু ভক্ত ভ্রাতা স্বর্গগত বিনয়েন্দ্র নাথ প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া কেবল সেই পরিবারের নয়, ব্রাহ্ম সমাজের পর্য্যন্ত মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। জননী মঙ্গলার ভিতরে বিশ্বাসের বল কিরূপ প্রবল হইয়াছিল, তাহা একটী ঘটনাতেই প্রমাণিত হইয়াছে। তিনি কিরূপ মনের বল ধারণ করিয়া বিনয়েন্দ্র নাথের ন্যায় মুখোজ্জ্বলকারী পুত্রের বিয়োগ-শোক বহন করিয়াছিলেন, যাঁহারা এতাবৎ কাল তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

তাঁহার নিয়মিত প্রাত্যহিক উপাসনা তাঁহাকে দিন দিন ভগবানের দিকেই অগ্রসর করিতেছিল। এই শোক তাপের মধ্যেও তিনি তাঁহার নিত্য কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা হইতে কোন দিন অবসন্ন হইয়া পড়েন নাই; প্রাণে সমগ্র বল রক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্ম-সমাজে যখন যেখানে নারী সমিতির অধিবেশন হইয়াছে, জননী মঙ্গলা সেখানে উপস্থিত হইতেন। রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদিগের বাৎসরিক পারিতোষিক বিধানের সভাতেও তিনি আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে যোগদান করিতেন। আজ আমাদের পাঠক-পাঠিকা বর্গ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, তাঁহার পরলোক-যাত্রার দুই দিন পূর্ব্বেও অর্থাৎ ৭ই এপ্রিল সোমবার তিনি কমলকুটীরে আর্য্যনারী-সমাজের অধিবেশনে যোগদান করিয়া আসিয়াছিলেন। হায়! ব্রাহ্মসমাজের জননী ও ভগিনীসমা সাধ্বী ও ধর্ম্মপরায়ণা মহিলাগণ একে একে চলিয়া যাইতেছেন। সে দিন ভগিনী সুমঙ্গলা চলিয়া গেলেন, আর তার অব্যবহিত পরে জননী মঙ্গলাদেবী সেই মহাপ্রস্থানের পথে অগ্রসর হইলেন। ভগিনী সুমঙ্গলা জননী মঙ্গলার খুব প্রিয় ছিলেন। এক দিকে তিনি পরস্পরের নামের সৌসাদৃশ্য ও ধর্ম্মবিশ্বাসের একতা প্রত্যক্ষ করিতেন, আবার অপর দিকে সুমঙ্গলা তাঁহার প্রথমা কন্যা সুমতির সমবয়স্কা, সহাধ্যায়িনী ও সৌহার্দ্দ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধা বলিয়া বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

আর আজ ইঁহার সম্বন্ধে কি লিখিব। বিধাতার বিধানে তিনি স্বর্গে ভক্ত স্বামী ও ভক্ত সন্তান বিনয়েন্দ্র নাথ ও প্রাচীন ঋষি-নারী মীরা, মৈত্রেয়ী, মেরি, গার্গী প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হইয়া মহা-তপস্যায় মগ্ন হউন। স্বর্গে বিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের দল পুষ্ট হইতে থাকুক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

রাঁচি
১৭।৪ ১৯

প্রণত সেবক
শ্রীগৌরী প্রসাদ মজুমদার।

—*—

নূতন সঙ্গীত।

প্রেম-উদ্যান।

(১)

(আচার্য্য দেবের একটী প্রার্থনা অবলম্বনে)

মায়ের প্রেম-উদ্যান খুলিল আজি রে প্রাণে—
সুপ্রভাত সমাগত দুঃখ-নিশা অবসানে।
সত্য প্রেম পুণ্য শান্তি,
ফুটেছে অরূপ কান্তি—
স্বর্গ পরিমল কিবা বহে আনন্দ পবনে—
সুপ্রভাত সমাগত দুঃখ-নিশা অবসানে।

এস রে মানস-ভৃঙ্গ এস অনুরাগ ভরে,
কেতকী ছাড়িয়ে চল মাতৃ-পাদ-পদ্ম 'পরে;
মিটিবে আকাঙ্ক্ষা তব,
পাইবে আনন্দ নব,
বিভোর হইবে পুণ্য প্রেম পীযূষ পানে—
সুপ্রভাত সমাগত দুঃখ-নিশা অবসানে।

যাও পাপ, যাও তাপ, যাও সংসার বাসনা—
এস ব্রহ্ম-পাদ-পদ্ম, এস ধর্ম্ম উপাসনা,
এস প্রেম, এস ভক্তি,
এস প্রাণে আত্মা-শক্তি,
এস স্বর্গ, ধর কোলে পাপীরে অভয় দানে—
সুপ্রভাত সমাগত দুঃখ-নিশা অবসানে।

এস দেব ঋষিগণ, এস ভক্তবৃন্দদল—
সঞ্চার দুর্ব্বল মনে পুণ্য তেজ ব্রহ্মবল—
এসরে তাপিত চিত,
পান কর প্রেমামৃত,
শান্তি দিতে শান্তিময়ী এসেছেন পাপী সন্তানে—
সুপ্রভাত সমাগত দুঃখ-নিশা অবসানে।

(২)

দেবালোক।

(১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ভ্রাতৃ-ভবনে "নালুদা" প্রদত্ত উপদেশ অবলম্বনে)

তোমারি আলোকে ডাকছে সকলে,
তোমার জ্যোতিতে ডুবাও জীবন;
প্রাণেশ তোমার প্রাণের কণিকা,
এ মৃত জীবনে করহে অর্পণ।

আলস্য জড়তা মোহ অবসাদ,
ঘুচে যাক্ লভি তোমার প্রসাদ,
হীন দুর্ব্বলতা প্রাণের বিষাদ
তোমার জ্যোতিতে লভুক মরণ—
উদ্যমে উৎসাহে দীপ্ত পুণ্য তেজে,
তব কার্য্য যেন করিতে সাধন।

বুঝাইয়ে দাও আলোকে জীবনে,
কি গূঢ় সম্বন্ধ রেখেছ গোপনে,
জ্যোতির্ম্ময় তুমি হৃদয়-গগনে,
ঘন অন্ধকার করিয়ে বিনাশ;

তব দিব্য জ্যোতিঃ দেখিব অন্তরে,
পথহারা আর হব না বাহিরে,

দুখ প্রলোভনে ডাকিব তোমারে,
সকল বিপদ হবে নিবারণ—
তোমার আলোকে দুখের মূরতি
হবে মধুময় মঙ্গল কারণ।

শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার।

সংবাদ।

স্বর্গীয় নলিনীবালা ফণ্ড—আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, মিসেস কে, ডব্লিউ বোনার্জি স্বর্গগতা সহোদরা ভগ্নী নলিনীবালা দেবীর নামে স্থায়ী ফণ্ডরূপে প্রচার ভাণ্ডারে ১০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

নববর্ষ—১লা বৈশাখ কমলকুটীরের নবদেবালয়ে নববর্ষ উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন। মহিলাগণ ব্রতাদি গ্রহণ করেন।

১লা বৈশাখ সন্ধ্যা ৭টায় নববর্ষোপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বেণীমাধব দাস উপাসনা করেন।

হালখাতা উপলক্ষে ১লা বৈশাখ ৭৮।১নং হ্যারিসন রোডে ঘোষ এণ্ড সন্সের দোকানে ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, আলুপোস্তায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসুর দোকানে ভাই কালীনাথ ঘোষ এবং ৯৯নং অপার সার্কুলার রোডে ডাঃ অনুকূলচন্দ্র মিত্রের নারায়ণ ফার্মেসিতে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র দাস উপাসনা করেন। বিনোদবাবু প্রচার ভাণ্ডারে ১৲ টাকা দান করেন।

আরোগ্যলাভ—বিগত ১লা বৈশাখ মঙ্গলপাড়ায় স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই উমানাথ গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে তদীয় পুত্র সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত সত্যভূষণ গুপ্তের দীর্ঘকাল রোগভোগের পর আরোগ্যলাভে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী উপাসনা করেন। শ্রদ্ধেয় ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় বিশেষ প্রার্থনা করেন। অত্র স্বর্গগত গুপ্ত মহাশয়ের সমাধিতে খোদিত মার্ব্বলপ্রস্তরও স্থাপিত হয়। এই উপলক্ষে প্রচারভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে।

শুভাশীর্ব্বাদ—বিগত ২রা বৈশাখ (১৫ই এপ্রেল) ১নং গিরিশ বিদ্যারত্নের লেনে স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা কুমারী মীরার সহিত গোরফা নিবাসী রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গুপ্তের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ অজয়কুমার গুপ্তের বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়া শুভাশীর্ব্বাদকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন। ভগবান্ তাঁহার পুত্রকন্যাদিগকে পবিত্র দাম্পত্য-ব্রত গ্রহণের যোগ্য করিয়া লউন।

দীক্ষা—গত ৮ই বৈশাখ ২৮।৪ A নিবেদিতা লেনে শ্রীমান্ অজয়কুমার গুপ্ত ও কুমারী মীরা সেন নবসংহিতানুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে অভিষেক দান করেন। শ্রীমতী মঙ্গলা সেন কুমারী মীরাকে এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত শ্রীমান্ অজয়কে দীক্ষার্থ উপস্থিত করেন, ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন ও দীক্ষা দান করেন। শ্রীমতী সরলা সেন হৃদয়ের আবেগে প্রার্থনা করিয়া দীক্ষার্থীদিগের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন। ভগবান্ নবদীক্ষিতদিগকে স্বর্গের আশীর্ব্বাদ দান করুন।

গুডফ্রাইডে—বিগত ৫ই বৈশাখ প্রাতে ৮৬নং অপার সার্কুলার রোডে শান্তিকুটীরে গুডফ্রাইডে উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন।

সাম্বৎসরিক—বিগত ৬ই বৈশাখ ২নং বাদুড়বাগান লেনে শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র রায়ের পত্নীর সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে ভাই গোপালচন্দ্র গুহ উপাসনা করেন।

বিগত ৭ই বৈশাখ ৮নং রমেশ ষ্ট্রীটে স্বর্গীয় ব্রজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনা করেন। এই উপলক্ষে মিসেস ডি, এন, বানার্জ্জি প্রচার ভাণ্ডারে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৭নং গিরিশ বিদ্যারত্নের লেনে শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্তের গৃহে বিগত ৭ই বৈশাখ তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সাম্বৎসরিক দিনে এবং ১১ই বৈশাখ তাঁহার স্বর্গীয়া কন্যা সুচিস্তার সাম্বৎসরিক দিনে ভাই অক্ষয়কুমার লধ উপাসনা করেন। উভয় দিনের জন্য ১৲ টাকা প্রচারভাণ্ডারে দান করা হইয়াছে।

গত ১৫ই বৈশাখ স্বর্গগত ভক্তিভাজন ভাই অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে তাঁহার [illegible] বাটীতে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। ডাঃ কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন। অদ্য বাগনানে ব্রহ্মানন্দ আশ্রমেও বিশেষ উপাসনা হইয়াছে।

আমাদের হাওড়ানিবাসী সমবিশ্বাসী ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ বসুর পরলোকগতা তৃতীয়া কন্যা সুচরিতার প্রথম সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ বিগত ১১ই বৈশাখ তাঁর ৭নং সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেনস্থ বর্ত্তমান বাসভবনে পারিবারিক ভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছে। আমাদের ভ্রাতা স্বয়ং উপাসনা করেন।

গত ১১ই বৈশাখ প্রচারাশ্রমের দেবালয়ে স্বর্গীয়া ব্রহ্মময়ী সেনের (ঠাকুরমার) প্রথম সাম্বৎসরিক দিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী উপাসনা করেন, ভাই অক্ষয়কুমার লধ প্রার্থনা করেন।

আদ্যকৃত্য—গত ১৪ই বৈশাখ (২৭শে এপ্রিল) রবিবার ৯২ নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে স্বর্গগত মধুসূদন সেন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী এবং স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের মাতৃদেবী স্বর্গগতা মঙ্গলা-দেবীর আদ্যকৃত্য নবসংহিতানুসারে গম্ভীরভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। যথারীতি ভস্ম রক্ষিত হইলে উপাসনা আরম্ভ হয়। ভাই প্রমথলাল সেন উপাসনার কার্য্য ও পৌরোহিত্য করেন। ভাই বৈকুণ্ঠ নাথ ঘোষ ও ভাই কালীনাথ ঘোষ শ্লোকপাঠে তাঁহার

সাহায্য করেন। দ্বিতীয় পুত্র ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন ভ্রাতৃবর্গের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া প্রধান শোককারীর প্রার্থনা পাঠ করেন। তৎপর তিনি মাতৃদেবীর জীবনের সৌন্দর্য্য ও গৌরব উল্লেখ করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলিরূপে স্বতন্ত্র প্রার্থনা পাঠ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুনীতি মজুমদারও মাতৃদেবীর প্রতি হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন। ইঁহাদের হৃদয়ের "শ্রদ্ধাঞ্জলি" স্থানান্তরে দেওয়া গেল। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে নিম্নলিখিত দান বিজ্ঞাপিত হইয়াছে :--নববিধান সমাজের প্রচারকগণের জন্য বস্ত্র ও গৈরিক, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারকগণের বস্ত্রের জন্য ২০, এলবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল ১০৲, লী মেমোরিয়েল হোম ১০৲, কলিকাতা মুসলমান অনাথাশ্রম ১০৲, বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম ১০৲, অন্ধদিগের বিদ্যালয় ১০৲ মূক ও বধিরদিগের বিদ্যালয় ১০৲, শ্রমজীবীদিগের বিদ্যালয় ১০৲, নববিধানসমাজের বালকদিগের নীতিবিদ্যালয় ১০৲, বালিকাদিগের নীতিবিদ্যালয় ১০৲, ভগ্নীসমিতি ২০৲ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ১০৲, ভিখারী ১০৲, ভৃত্যগণ (বস্ত্র ও নগদ) ৬০৲ অনাথাশ্রমে একটা ভোজ্য, আতুরাশ্রমে একটা ভোজ্য, নববিধান বিশ্বাস ভাণ্ডারে---দুই শত টাকার কোম্পানির কাগজ, তাহার সুদ হইতে সন্তানুসারী প্রতিবৎসর ভিক্টোরিয়া বালিকাবিদ্যালয়ে একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে; নগদ আরও দুই শত টাকা, ইহার সুদ প্রতি বৎসর কোন দাতব্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইবে। আত্মীয় বন্ধুগণের জন্য স্মরণার্থ পাথরের রেকাবী ৪৮ খানা। স্নেহময়ী পরমা জননী পরলোকগত আত্মাকে নিত্য প্রেমধামে রক্ষা করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বর্গের শান্তি ও সান্ত্বনা বিধান করুন।

অদ্য রাঁচিতে জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত গৌরী প্রসাদ মজুমদারের গৃহেও কলিকাতার সহিত যোগ রক্ষা করিয়া বিশেষ উপাসনা হইয়াছে।

শিশুর মৃত্যু---বিগত ৭ই বৈশাখ আলুপোস্তায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসুর চারি বৎসরের শিশু সন্তান হাম হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গত ১৩ই বৈশাখ তদুপলক্ষে তাঁহার গৃহে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই কালীনাথ ঘোষ উপাসনা করেন। অনন্ত স্নেহময়ী জননী শিশুকে স্নেহক্রোড়ে রক্ষা করুন এবং শোকসন্তপ্ত পিতামাতার প্রাণে স্বর্গের সান্ত্বনা দান করুন।

উৎসব— গত ৩রা বৈশাখ হইতে ১০ই বৈশাখ পর্য্যন্ত কুচবিহার নববিধান ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়স্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী মতে সম্পন্ন হইয়াছে :—

৩রা সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন ও আরতি, শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন; ৪ঠা ৬॥টায় ব্রহ্মমন্দিরে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর "প্রাণের আশা" বিষয়ে বক্তৃতা, পরে সঙ্গত সভায় বাৎসরিক অধিবেশন; ৫ই ব্রহ্মমন্দিরে সমস্তদিনব্যাপী উৎসব—প্রাতে ৮॥টায় সঙ্গীত, ৯টায় উপাসনা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অপরাহ্ন ৩॥টায় ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, ৪॥টায় আলোচনা, ৬টায় ব্যক্তিগত প্রার্থনা, সন্ধ্যা ৬॥টায় কীর্ত্তন ও ৭টায় উপাসনা—ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়; ৬ই প্রাতে ৮টায় কেশবাশ্রমে উপাসনা--ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়, পরে উপাসক-মণ্ডলীর বাৎসরিক অধিবেশন, মধ্যাহ্নে ১২টায় ল্যান্স ডাউন হলে মহিলাদিগের জন্য আনন্দ বাজার, অপরাহ্ন ৫॥টায় নগরসংকীর্ত্তন; ৭ই প্রাতে ৮টায় যাত্রিনিবাসে উপাসনা—ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়, মধ্যাহ্নে ১২টায় পুরুষদিগের জন্য আনন্দবাজার, সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা—ভাই চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার; ৮ই প্রাতে ৮টায় রাজবাড়ীর সমাধিপার্শ্বে উপাসনা—ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়, মধ্যাহ্নে ১২টায় মহিলাদিগের জন্য আনন্দবাজার, অপরাহ্নে ৫টায় প্রান্তরে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন; ৯ই পূর্ব্বাহ্ন ৮টায় যাত্রিনিবাসে উপাসনা—শ্রীযুক্ত হরলাল রায়, ১০টায় কেশবাশ্রমে আর্য্যনারীসমাজের উৎসব, মহেশবাবু উপাসনা করেন, অপরাহ্ন ৫॥টায় কেশবাশ্রমে বালক বালিকা সম্মিলন, সন্ধ্যা ৭টায় ব্রহ্মমন্দিরে ইংরেজী উপাসনা—ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় উপাসনা করেন, এবং "মানব উদ্ধারের নূতন প্রণালী" বিষয়ে উপদেশ দেন; ১০ই প্রাতে ৮টায় প্রচারাশ্রমে উপাসনা—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দত্ত, সন্ধ্যা ৭টায় কেশবাশ্রমে শান্তিবাচন। উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র দত্ত, হর লাল রায়, হাজারিলাল ভড় ও সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত এবং ময়মনসিংহ হইতে ভাই চন্দ্রমোহন কর্ম্মকার ও শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র আইচ কুচবিহার গিয়াছিলেন। সকলেই উৎসবে নববিধান-জননীর অমূল্য প্রসাদ লাভ করিয়া সুখী হইয়াছেন।

দান প্রাপ্তি — ১৮৪০ শকের ১লা চৈত্র হইতে ১৭ই চৈত্র পর্য্যন্ত (১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ্চ হইতে ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত) নিম্নলিখিত দান পাওয়া গিয়াছে :—

শ্রীমতী মনোরমা মুখোপাধ্যায় মাসিক দান ২৲, শ্রীমতী অমিয় বালা ঘোষ নূতন কর্ম্মোপলক্ষে ২৲, অধ্যাপক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১০৲ অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ রায় মাসিক দান ২৲, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ গুপ্ত মাসিক দান ২৲, শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার হালদার মাসিক দান ৫৲, শ্রীযুক্ত ভুবন মোহন রায় মাসিক দান ২৲, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ চন্দ্র সিংহ নবজাতশিশুর জাতকর্ম্মে ১৲, বিশ্বনাথ রায় ফণ্ড ৪৫৲, রায় বাহাদুর ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় মাসিক দান ৪৲, স্বর্গীয় নলিনী বালা বানার্জি জ্যেষ্ঠ পুত্র ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াতে ৫৲, শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র চন্দ স্ত্রীপুত্রের আরোগ্য লাভে ২৲, শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখার্জি কনিষ্ঠ পুত্রের জাতকর্ম্মে ১৲, শ্রীযুক্ত সত্য ভূষণ গুপ্ত ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্মদিনে ২৲, শ্রীযুক্ত রজনী কান্ত বসু মাতৃশ্রাদ্ধে ১৲, শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী স্বর্গীয় জামাতা কল্যাণ কুমারের সাম্বৎসরিক দিনে ৪, ডাঃ প্রসন্ন কুমার মজুমদার মাসিক দান আড়াই মাসের দান ৫৲ এবং নূতন বৎসরে জমির খাজানা প্রাপ্তি উপলক্ষে ৫৲। আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে দাতাদিগকে প্রণাম করি। ভগবানের শুভাশীষ তাঁহাদের মস্তকে বর্ষিত হউক।

☞ এই পত্রিকা ৩নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে" কে, পি, নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।